Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া খাতুন

রোলঃ 228020538

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া খাতুন

রোলঃ 228020538

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া খাতুন, আইডিঃ 228020538 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুরাইয়া খাতুন

আইডিঃ 228020538

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা : 5

যাকাতের শাব্দিক ও আভিধানিক পরিচয় 5

যাকাতের হুকুম: 6

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত: 8

যাকাত আদায় না করার পরিনতি : 11

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ: 16

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ: 18

যাকাতের নিসাব: 20

সোনা ও রুপা দুইটা মিলে নিসাব পূর্ণ করলে তার বিধান: 21

যাকাতের মানদণ্ড হিসেবে সোনা নাকি রুপা ধরা হবে: 22

নগদ অর্থের যাকাত: 23

যাকাতের খাতসমূহ: 24

“কোন্ কোন্ আত্মীয় স্বজনকে যাকাত দেয়া যাবে": 29

যাকাতের হকদার নয় এমন ব্যাক্তির হাতে যাকাতের অর্থ চলে গেলে , তারবিধান কি: 30

যাকাত শুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসয়ালা: 31

ঋনদাতার যাকাতের বিধান : 32

ঋনগ্রহিতার যাকাতের বিধান: 34

কোনো ঋণপ্রার্থীকে যাকাত দেয়া: 36

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত: 36

নারীর ব্যাবহৃত অলংকার এর যাকাতের বিধান: 37

গবাদি পশুর যাকাতের বিধান : 38

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ: 38

গৃহপালিত পশুর যাকাতের নিসাব ও আদায়ের নিয়ম: 39

**উটের নিসাবের হিসাব: 40

**গরুর নিসাবের হিসাব 41
**ছাগলের নিসাবের হিসাব: 41
সায়েমা পশু ছাড়া যেগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফার্মে পালিত হয় তার বিধান:..........................41
ফল ও ফসলের যাকাত :...42
ফল ও ফসলের নিসাব:...43
কোন কোন ফসলের যাকাত ফরজ :..44
ফসলের যাকাত সম্পর্কে বিশেষ কিছু মাসয়ালা:..45
ব্যাবসায়িক সম্পদের যাকাত:...45
ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :..46
কারখানা বা ফ্যাক্টরির যে যে সম্পদে যাকাত আসবে:..46
ব্যাবসায়িক পন্য থেকে যাকাতের নিসাব: 47
জমি এবং বিল্ডিং এর মালিকদের যাকাত:..47
"কোম্পানির শেয়ারে যাকাতের বিধান " 48
খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন এর যাকাত বিধান :..49
যাকাতুল ফিতর:...50
কোন কোন জিনিস দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে:..51
ফিতরা মাল দ্বারা না মূল্য দ্বারা আদায় করা উত্তম :...51
মুল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা সুন্নাহসম্মত হওয়ার দলীল:......................................52
ফিতরা কখন আদায় করতে হবে 53
ফিতরা কার উপর ওয়াজিব :...53
কাকে সদকায়ে ফিতির দেয়া যাবে?..54

ভূমিকা :

،الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا:
،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আমরা তাঁকে প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য চাই, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি,

আমরা নিজেদের মন্দ ও কুকর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লাহ্‌ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক ও অমিত সঙ্গীহীন।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

আল্লাহ তায়ালার হামদ পাঠ এবং রসুল (স:) এর উপর দরুদ পাঠান্তে বলতে চাই আমি একজন ত্বলিবা। ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করার খাতিরে আমার সুযোগ হয়েছে যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল সম্পর্কে কিছু লেখা। এখানে আমি বিভিন্ন বই এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে যাকাত সম্পর্কে কিছু মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেছি।আল্লাহ দ্বীনের জন্য আমার এ ছোট মেহনতকে কবুল করুন।

যাকাতের শাব্দিক ও আভিধানিক পরিচয়

زكواة এর আভিধানিক অর্থ :

যাকাত زكواة শব্দটি আরবি। এর বহুবচন হল زكوات।এর আভিধানিক অর্থ হল পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।

লিসানুল আ'রব গ্রন্থে বলা হয়েছে:যাকাত শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ : البركة، المدح ، الطهارة، النماء, অর্থাৎ পবিত্রতা,ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা।

এ সব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ হয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'যাকাত' ব্যবহৃত হয় ধন-মালে আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরজকৃত অংশ বোঝাবার জন্য। যেমন যাকাত পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের নির্দিষ্ট অংশের ধন- মাল দেয়াকেও যাকাত বলা হয়।

ধন মাল থেকে এই নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে 'যাকাত' বলা হয় এজন্য যে, যে মাল থেকে তা বের করা হলো ততদ্দরুন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

**পারিভাষিক সংজ্ঞা:

পারিভাষিক অর্থে যাকাত হল ইসলামী শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম।

যাকাতের পরিচয় সম্পর্কে ইমাম কুসতলানী রহ: বলেন-

،الزكاةُ :اسمٌ لما يُخْرَجُ من المالِ على وَجْهٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ .بشروطٍ مخصوصةٍ

“যাকাত হলো: নির্দিষ্ট নিয়ম, নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট শ্রেণি ও নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সম্পদ থেকে যে অংশ আলাদা করে বের করা হয়, তা-ই যাকাত।”

তিনি আরো বলেন:-

> "،الزكاةُ تطهِّرُ المالَ من حقِّ الفقيرِ، وتطهِّرُ النفسَ من الشُّحِّ، وهي سببٌ لنماءِ المالِ وزيادته ".ومجلبةٌ للبركةِ في العمرِ والرزقِ

“যাকাত ধন-সম্পদকে গরীবের হক থেকে পরিশুদ্ধ করে, এবং আত্মাকে কৃপণতা থেকে পরিশুদ্ধ করে। এটি সম্পদের বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ এবং জীবনে ও রিজিকে বরকত আনে।”

জ্ঞাতব্য:

কুরআন ও হাসিসের অনেক স্থানে ‘যাকাত’ কে ‘ছদাক্বহ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

যাকাতের হুকুম:

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴾وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ ﴿۴۳

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।”(বাকারাহ ২/৪৩)

And perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, and Irka' (i.e. bow down or submit yourselves with obedience to Allah) along with Ar-Raki'un.

তিনি অন্যত্র বলেন,

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ ﴾سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۰۳

“(হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে, আর তাদের জন্য দু‘আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু‘আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।”(তওবা ৯/১০৩)

Take Sadaqah (alms) from their wealth in order to purify them and sanctify them with it, and invoke Allah for them. Verily! Your invocations are a source of security for them, and Allah is All-Hearer, All-Knower.

এছাড়া রাসুল (সাঃ) তার বিভিন্ন হাদিসে যাকাত আদায় না করার শাস্তি বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ {لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآيَةَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করেনঃ“আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে”” – (আল-ইমরানঃ ১৮০)।

অন্য হাদিস,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ" "الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবনু ‘উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩)

যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্ব করা, (৫) রমাযানের রোযা রাখা।"(সহিহ বুখারি ৮,সহিহ মুসলিম ১৬)

উপরের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার হাদিস শরীফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আদায় না করার শাস্তি বর্ণনা করেছেন। কোরআন হাদিসে যে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং তা পালন না করলে শাস্তির ব্যাবস্থা আছে বলে বর্ননা করা হয় সেই বিষয় পালন করা ফরজ। তাই বলা যায় যাকাত আদায় করাও ফরজ।

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত:

(১) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ ﴿۴۳

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।”(বাকারা ২/৪৩)

And perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, and Irka' (i.e. bow down or submit yourselves with obedience to Allah) along with Ar-Raki'un.

হাদিস,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ :شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ "الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

ইবনু ‘উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্ব করা, (৫) রমাযানের রোযা রাখা।"(বুখারি ৮,মুসলিম ১৬)

অন্য হাদিসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا ـ رضى الله عنه ـ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ

أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ".

ইব্‌নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

"নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে।"(বুখারি ১৩৯৫)

(২) যাকাত মানুষ এবং মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে:এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۰۳﴾

"(হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে, আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।"

(৩) যাকাত মহাপুরস্কার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম :সূরা নিসারর ১৬২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের জন্য ''আজরুন আজীম' এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَ الۡمُقِیۡمِیۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ الۡمُؤۡتُوۡنَ الزَّکٰوۃَ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِکَ سَنُؤۡتِیۡہِمۡ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۱۶۲﴾٪

এবং যারা সালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব।

and those who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat and believe in Allah and in the Last Day, it is they to whom We shall give a great reward.

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা— একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর

রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৭১)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে— তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"(বাকারা ২/২৭৭)

তিনি আরো বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، ...وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

"নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনীত হয়, ... এবং যারা যাকাত প্রদান করে।"(মু'মিনুন ২৩/১-৪)

এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে যাকাত আদায়ের পুরস্কার বর্নিত হয়েছে।যেমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ‏"‏‏.‏ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا‏.‏ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ‏"‏‏.‏

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“এক বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহর ইবাদত করবে আর তার সাথে অপর কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে সিয়াম, পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশী করবো না। যখন সে ফিরে গেল, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তি দেখে নেয়।”

এছাড়াও যাকাত আদায়ের কিছু দুনিয়াবী উপকারিতাও রয়েছে। যথা,

- যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। অর্থাৎ সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের কাছেই গচ্ছিত থাকে না সেগুলো গরিবদের মাঝেও বন্টন করা হয়। এতে করে ধনী গরিবের ব্যবধান হ্রাস পায়।

- যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে ধ্বনি ও গরিবের মাঝে ভাল সম্পর্ক করে ওঠে ।

উপরের আলোচনা থেকে যাকাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং এর সুফল ও উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। আর এটাও বোঝা গেল যে যাকাতের উপকার শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে না বরং তার প্রভাব দুনিয়াতেও রয়েছে।

যাকাত আদায় না করার পরিনতি :

প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যাকাত আদায় করা ফরজ।যদি কেউ তা আদায় না করে বা আদায় করতে অস্বীকার করে। তাহলে কুরআন হাদিসে সেই ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

"আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে উত্থান দিনে ওটাই তাদের কণ্ঠ-নিগড় হবে; এবং আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।"(আল ইমরান ১৮০)

And let not those who covetously withhold of that which Allah has bestowed on them of His Bounty (Wealth) think that it is good for them (and so they do not pay the obligatory Zakat). Nay, it will be worse for them; the things which they covetously withheld shall be tied to their necks like a collar on the Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth; and Allah is Well-Acquainted with all that you do.

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

. হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলিকে উত্তপ্ত

করা হবে, অতঃপর ঐগুলি দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবেঃ এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।(তাওবা ৯/৩৪-৩৫)

হাদিসের মধ্যেও যাকাত আদায় না করার শাস্তি বর্নিত হয়েছে। যেমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ }لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ{ الآيَةَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।” অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করেনঃ

“আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে” – (আল-ইমরানঃ ১৮০)।

(সহিহ বুখারী: ১৪০৩)

অন্য হাদিসে এসেছে,,

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ". وَقَالَ " وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ". قَالَ " وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় না করবে, (ক্বিয়ামত দিবসে) সেই উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করবে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো পানির

নিকট অর্থাৎ (ঘাটে) জনসমাগম স্থলে-ওদের দোহন করা (ও দরিদ্র বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন কিয়ামত দিবসে (হক্ব অনাদায়জনিত কারণে শাস্তি স্বরূপ) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলবঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক্ব অনাদায়ের পরিণতির কথা) পৌছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলবঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (শেষ পরিণতির কথা) পৌছে দিয়েছি।”

(সহিহ বুখারী: ১৪০২)

আবূ বক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক্ব। আল্লাহর কসম। যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। ‘উমর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রাঃ)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।”

(সহিহ বুখারী: ১৪০০)

মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে,

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ " الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ

فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ " مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ } فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ{ ".

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এ হাক্ক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামাতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরী করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপালদেশ ও পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের আর জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! উটের (মালিকের) কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন, যে উটের মালিক তার উটের হাক্ক আদায় করবে না তার উটের হাক্কগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে অন্যদেরকে দান করাও একটি হাক্ক, যখন ক্বিয়ামাতের দিন আসবে তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে। এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো- হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের (মালিকদের) কী অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যেসব গরু ছাগলের মালিক এর হাক্ক আদায় করবে না ক্বিয়ামাতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুর করে ফেলে রাখা হবে। আর তার সে সব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলের শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা থাকবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও অনুপস্থিত দেখতে পাবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে দ্বিতীয়টা এর পিছে পিছে এসে যাবে। সারাদিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়ার (মালিকের) কী অবস্থা হবে? তিনি (উত্তরে) বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের- (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহের কারণ হয়, (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ এবং (গ) যে ঘোড়া মালিকের জন্য সাওয়াবের কারণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সে ঘোড়াই তার মালিকের জন্য বোঝা বা গুনাহের কারণ হবে, যা সে লোক দেখানোর জন্য অহংকার প্রকাশের জন্য এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উদ্দেশে পোষে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য পোষে এবং এর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং খাবার ও ঘাস দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর হাক্ব ভুলে না, এ ঘোড়া তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্য আবরণ হবে।

আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া পোষে এবং কোন চরণভূমি বা ঘাসের বাগানে লালন পালন করতে দেয় তার এ ঘোড়া তার জন্য সাওয়াবের কারণ হবে। তার ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানে যা কিছু খাবে তার সমপরিমাণ তার জন্য সাওয়াব লেখা হবে। এমনকি এর গোবর ও প্রস্রাবে সাওয়াব লেখা যাবে। আর যদি তা রশি ছিঁড়ে একটি বা দু'টি মাঠেও বিচরণ করে তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের সমপরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া মালিক যদি কোন নদীর তীরে নিয়ে যায়- আর সে নদী থেকে পানি পান করে অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা মালিকের ছিল না তথাপি পানির পরিমাণ তার 'আমালনামায় সাওয়াব লেখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! গাধা সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, গাধা সম্পর্কে কোন আয়াত আমার কাছে অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক এ আয়াতটি আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ একটি ভাল কাজ করবে সে তার শুভ প্রতিফল পাবে আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার মন্দফল ভোগ করবে (অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, গাধার যাকাত দিলে তারও সাওয়াব পাওয়া যাবে।)

(সহিহ মুসলিম:২১৮০)

আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . আমর ইবনু শু‘আইব (রঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার হতে বর্ণিতঃ একদা এক মহিলা তার কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আসলো। তার কন্যার হাতে দু’টি মোট স্বর্ণের কঙ্কন ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিন তোমাকে আগুনের দু’টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) সামনে রেখে দিলে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। (সুনানে আবু দাউদ: ১৫৬৩)

উপরে উল্লেখিত কোরআন ও হাদিসের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যাকাতের যেমন সুফল ও উপকারিতা রয়েছে, তেমনি যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত- তার শিকার। যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তারা মর্মান্তর শাস্তির মুখোমুখি হবে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দিন হিসেবে মনোনীত করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। যার অন্যতম হলো যাকাত। কতিপয় শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ তায়ালার মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। যা নিম্নরূপ,

(১.)মুসলিম হওয়া : অর্থাৎ কোন অমুসলিমের ওপর যাকাত ফরজ হবে না।কেননা যাকাত হলো পবিত্রকারী।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَ تُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَ صَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۰۳﴾

(হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে, আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন। (তাওবা ৯/১০৩)।

(২) স্বাধীন হওয়া :যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে ।কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা দাস সম্পদের মালিক হতে পারে না ।হাদিসে এসেছে ,আবু হুরায়রা(রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ছদাক্বতুল ফিৎর ব্যাতীত ক্রীতদাসের উপর কোন ছাদাক্বহ (যাকাত) নেই।(মুসলিম হা/৯৮২)

অন্যত্র রাসুল (স:) বলেছেন,

"যদি কেউ গোলাম (দাস) বিক্রয় করে এবং তার (দাসের) সম্পদ থাকে, তবে সেই সম্পদ হবে বিক্রেতার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার (ক্রেতার)।"(বুখারী হা/২৩৭৯)।

অতএব দাস যেহেতু সম্পদের মালিক নয় সেহেতু তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমনিভাবে ফকিরের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(৩) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: অর্থাৎ কোন নাবালকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(৪) সুস্থ মস্তিষ্কের হওয়া। অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্কের কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(৫) সম্পদের পূর্ণ মালিকানা থাকা: অর্থাৎ সম্পদ হস্তগত থাকা। যদি কেউ এমন সম্পদের মালিক হয় যে সম্পদ এখনো তার হস্তগত হয়নি, তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(৬) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া :ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব। এর চেয়ে কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

(৭) মৌলিক প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত হওয়া।অর্থাৎ বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, আরোহণের বাহন ও ব্যবহারের অস্ত্রশস্ত্রে যাকাত ফরজ হবে না। তদ্রূপ পেশাগত কাজে সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ফরজ হবে না। অনুরূপভাবে শাস্ত্রীয় কিতাবাদী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে না রাখা হলে তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(৮) সম্পদ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া: অর্থাৎ কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার ঋণের পরিমাণ যদি এই পরিমাণ হয় যে তা নিসাবের সমপরিমাণ অথবা তার মালিকানা সম্পত্তি থেকে ঋণ বাদ দিলে নিসাব পরিমান থাকে না তাহলে সেই ব্যক্তির উপর যাকাত হবে না।

(৯) সম্পদ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে বর্ধনশীল হওয়া। অবর্ধনশীল সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হবেনা।

(১০) পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের কাছে পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মওজুদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ। এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলল্লাহ (স:) বলতে শুনেছি যে,

“পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের কোন যাকাত নেই “ (আবু দাঊদ হা/ ১৫৭৩)

তবে,

*****"প্রতি টাকায় বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয়"**

কারো কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তা তার কাছে এক বছরকাল

থাকা জরুরি। এর অর্থ হল,এক বছর পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়।এক্ষেত্রে অবশ্য সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে,নিসাবের প্রতিটি টাকায় পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি।কিন্তু এমন ধারণা সঠিক নয়;বরং বছরের শুরুতে কোন এক ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো এবং পরবর্তী বছরের একই দিনে সেই ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকলে ওই ব্যক্তি সাহেবে নিসাব সাব্যস্ত হবে। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তার সম্পদ যে আপ-ডাউন হয়েছে তা দেখার বিষয় নয়। সুতরাং এক রমযানের প্রথম তারিখে যদি তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে,তাহলে (শতকরা আড়াই টাকা হারে) যাকাত আদায় করতে হবে।এক্ষেত্রে পরবর্তী রমযানের প্রথম তারিখে তার কাছে যত টাকা বিদ্যমান থাকবে তারই যাকাত দিতে হবে।উক্ত টাকার কিছু

পরিমান যদি যাকাত আদায়ের নির্ধারিত দিনের একদিন পূর্বেও হস্তাগত হয়ে যায়, তবুও তার যাকাত দিতে হবে।[আহসানুল ফাতা ওয়াঃ খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২৫৫]{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ:

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরিবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেননি ।যাকাত শুধুমাত্র মালে নামী তথা ক্রমবর্ধমান মালের উপর ওয়াজিব হয়।

মালে নামী বলতে যে মাল শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়তে থাকে,সেগুলো সর্বমোট চার প্রকার,(১)সোনা(২)রুপা(৩)ব্যবসার মাল(৪)গবাদি পশু

এগোলো কে যেহেতু শরীয়ত বাড়ন্ত মাল বলে আখ্যা দিয়েছে,সুতরাং এগুলো বাড়ন্ত মাল।বাস্তবে সবগুলো বাড়ুক বা নাই বাড়ুক।

মালে গায়রে নামী বলতে যে মাল শরীয়তের দৃষ্টিতে বাড়ে না।উপরোক্ত মাল ব্যতীত সবগুলোই অবাড়ন্ত।যেমন-স্থাবর সম্পত্তি এবং নিজ প্রয়োজনে ক্রিরিদকৃত গাড়ী আসবাবপত্র ইত্যাদি। অতএব কারো কাছে নিচের সম্পদগুলো থাকলে তার উপর যাকাত আসবে।(ইফতা বিভাগ ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা)

(১)গৃহপালিত পশু : কারো নিকট গৃহপালিত পশুর নিসাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ। আর তা হলো, (ক)উট (খ)গরু ও (গ)ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ـ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ ـ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ".

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

“তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেনঃ শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) শপথ সেই সত্তার, যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামাতের দিন হাযির করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আমার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে।”

সহিহ বুখারী: ১৪৬০

Source: https://ihadis.com/bukhari/hadith/1460

(২) স্বর্ণ ও রৌপ্য :কারো নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ الَّذِیۡنَ یَکۡنِزُوۡنَ الذَّہَبَ وَ الۡفِضَّۃَ وَ لَا یُنۡفِقُوۡنَہَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ۙ فَبَشِّرۡہُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ یَّوۡمَ یُحۡمٰی عَلَیۡہَا فِیۡ نَارِ جَہَنَّمَ فَتُکۡوٰی بِہَا جِبَاہُہُمۡ وَ جُنُوۡبُہُمۡ وَ ظُہُوۡرُہُمۡ ؕ ہٰذَا مَا کَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا کُنۡتُمۡ تَکۡنِزُوۡنَ ﴿۳۵﴾

. হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ঐগুলি দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবেঃ এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।(তাওবা ৯/৩৪-৩৫)

(৩) ব্যবসায়িক মাল: যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেই সকল মালকে বলা হয় ব্যবসায়িক মাল। আর এই ধরনের মালের উপর যাকাত ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَیِّبٰتِ مَا کَسَبۡتُمۡ وَ مِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ ۪ وَ لَا تَیَمَّمُوا الۡخَبِیۡثَ مِنۡہُ تُنۡفِقُوۡنَ وَ لَسۡتُمۡ بِاٰخِذِیۡہِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِیۡہِ ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ ﴿۲۶۷﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্ত খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্ত ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।"(বাকারা ২/২৬৭)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,ভূমি হতে উৎপাদন বলতে শস্য, খনিজ সম্পদ ও মানুষের লুকিয়ে রাখার সম্পদকে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়াও আরো দুই প্রকার সম্পদের যাকাত দিতে হবে।যথা,

(৪)শস্য ও ফল :অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওজনের বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরজ। যেমন: গম, জব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তাহলে বলেন,

وَ ہُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّ غَیۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُکُلُہٗ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا وَّ غَیۡرَ مُتَشَابِہٍ ؕ کُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِہٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَ اٰتُوۡا حَقَّہٗ یَوۡمَ حَصَادِہٖ ۫ۖ وَ لَا تُسۡرِفُوۡا ؕ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾

"আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র

যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতূন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"(আন'আম ৬/১৪১)

(৫)খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন: খনিজ সম্পদ যা আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য,তামা ইত্যাদি। এবং পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে এগুলোকে বলা হয় গুপ্তধন। আর খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন উভয়ের উপরেই যাকাত ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَ مِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الۡخَبِيۡثَ مِنۡهُ تُنۡفِقُوۡنَ وَ لَسۡتُمۡ بِاٰخِذِيۡهِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِيۡهِ ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِيۡدٌ ﴿۲۶۷﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।"(বাকারা ২/২৬৭)

যাকাতের নিসাব:

যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয় সেই পরিমাণ সম্পদকে যাকাতের নিসাব বলা হয়। সব সম্পদের নিসাব এক নয়। নিচে বিভিন্ন সম্পদের হিসাবের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো,

*****স্বর্ণের নিসাব :** হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

ইবনু 'উমার ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বিশ দিনার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত) গ্রহণ করতেন।

ইবনে মাজাহ ১৭৯১ ইরওয়াহ ৮১৩।
দারাকুতনী ১৮৭৯, ১৮৯২।

অর্থাৎ স্বর্ণের নিসাব ২০ দীনার স্বর্ন,, যা ওজন করলে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ হয়। কারো মালিকানাধীন যদি ৮৫ গ্রাম বা ততোধিক স্বর্ণ থাকে, ক্যারেট যাই হোক,, তার ওপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাতের পরিমাণ মোট স্বর্ণের ২.৫%।

***রুপার নিসাব:**হাদিসে এসেছে,

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

عن أبي سعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»ليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، ولا فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقة«.
]صحيح[-]متفق عليه[

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যমুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমের ওপর যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাক এর কম শষ্যের ওপর যাকাত নেই।"
(বুখারী,মুসলিম)

অর্থাৎ রুপার নিসাব হলো পাচ উকিয়া অর্থাৎ ২০০ দিরহাম রুপা। যা ওজন করলে ৫৯৫ গ্রাম হয়। কারো মালিকানায় যদি ২০০ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি রূপা থাকে এবং তার উপর হিজরি এক বছর পূর্ণ হয় তবেই তাতে যাকাত ফরজ হবে। যাকাতের পরিমাণ মোট রুপার ২.৫%।

কোন ব্যক্তির নিকট এই পরিমান সোনা অথবা রুপা অথবা এর সমপরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ১ বছর যাবত গচ্ছিত থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ।

সোনা ও রুপা দুইটা মিলে নিসাব পূর্ণ করলে তার বিধান:

যদি কাহারো কাছে সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা কিংবা বাণিজ্য-দ্রব্য- এগুলোর কোনোটি পৃথকভাবে পূর্ণ নিসাব পরিমাণ না থাকে, কিন্তু এসবের একাধিক সামগ্রী এ পরিমাণ রয়েছে, যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৬৬,৭০৮১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৩৯৩

কিছু দৃষ্টান্ত

ক) কারো কাছে নিসাবের কম সোনা এবং নিসাবের কম রুপা আছে, কিন্তু যে পরিমাণ সোনা আছে তার মূল্য মজুদ রুপার সাথে যোগ করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়। তাহলে সোনা-রুপার মূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ৯৯৭৯,১০৬৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩০৩

খ) কারো কাছে কিছু স্বর্ণালংকার আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা কিংবা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এর যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩০৩

গ) কারো কাছে নিসাবের কম রুপা আর কিছু উদ্বৃত্ত টাকা বা বাণিজ্যদ্রব্য আছে যা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য বা তার চেয়ে বেশি হয়। এরও যাকাত দিতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৩০৩,
{ইফতা বিভাগ ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা}

যাকাতের মানদণ্ড হিসেবে সোনা নাকি রুপা ধরা হবে:

যাকাতের ক্ষেত্রে সোনা এবং রুপার মধ্যে রুপার সমমূল্যই গ্রহণযোগ্য।(ফাতাওয়া দারুল উলূম,৬/৪৯,দারুল এশা'আত-পাকিস্তান, থেকে ১৪ভলিউমে প্রকাশিত) ইসলামে যত রকম ওয়াজিব/নফল সদকার কথা বলা হয়েছে,সবকটিতেই গরীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়েছে।
যেমনঃ- ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে ফিতরা বিষয়ক একটি হাদীসে এর পুরোপুরি বিবরণ এভাবে উঠে এসেছে.........
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ,قَالَ " :فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ,وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَاللَّهْوِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ,فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ "
তরজমাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন, মিসকিনদের খাদ্যস্বরুপ, এবং রোযাকে বেহুদা/অনর্তক ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে পবিত্রতাকারী স্বরুপ। যদি কেউ তা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করে নেয়, তাহলে তা হবে মকবুল। আর যে নামাযের পর আদায় করবে সেটা হবে নফল সদকা সমূহের একটি, যা মাকবুল হওয়া ও না হওয়ার মধ্যবর্তী। (আল-আমালিল খামিসাহ-১১৭৪)

৭.৫তোলা সোনা বা ৫২.৫তোলা রুপা বা যে কোনো একটির সমমূল্যে পরিমাণ টাকা-পয়সা ও ব্যবসার মাল থাকলে যে কারো উপর যাকাত আসবে। যেহেতু রুপার মূল্য সবসময়ই কম, তাই টাকা-পয়সা ও ব্যসায়িক মালের ক্ষেত্রে রুপার হিসাব-ই বর্তমানে এককভাবে গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য।

থানভী রাহ এখানে একটি সুক্ষ্ম হেকমতের কথা উল্লেখ করেন। হেকমত হলো,পৃথিবীতে এখনো গরীবের সংখ্যা বেশী,তাই যতবেশী মানুষের উপর যাকাতের বিধান আরোপিত হবে, ততই গরীবরা লাভবান হবে। উক্ত হেকমতের ধরুণই ৫২.৫ তোলার সমমূল্যকে বর্তমান যাকাতের এককনিসাব ধার্য্য করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র সোনা থাকলে সোনার নিসাবই ধর্তব্য হবে।(আশরাফুল জওয়াব)
{ইফতা বিভাগ ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা}

নগদ অর্থের যাকাত:

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যে মুদ্রার লেনদেন করে সেটা দিরহাম, দিনার, ডলার, টাকা যাই হোক না কেন,তা যদি সোনা অথবা রুপার নিসাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার উপর এক বছর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ।
** এক্ষেত্রে শর্ত হলো,
এসব অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে।অর্থাৎ এমন টাকা যা সংসারে বা নিজ প্রয়োজনে খরচ হবে না। বরং এগুলো অতিরিক্ত জমানো টাকা। খরচ হয়ে গেলে বা অচিরেই খরচ হয়ে যাবে, এমন হলে, সেই টাকা কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে না।
"" প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হওয়ার অর্থ ""
প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে,পানাহারের বস্তু, ব্যবহারের জিনিসপত্র,কাপর-চোপর,এবং বাড়ি-ঘরের কাজে ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাইরে যেসব সম্পদ থাকবে সেগুলোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচ্য হবে।তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যাখ্যা হল এই যে,প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন একরকম নয়।কারো বারিতে মেহমানের লাইন পড়ে যায়। তাই মেহমানের বিছানা-পত্রসহ আরো বেশকিছু জিনিস তার সার্বক্ষণিক পয়োজন থাকে।সুতরাং এগুলোও তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে টেলিভিশন আদৌ মানুষের প্রয়োজনে পড়ে না। তাই এটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। [রাদ্দুল মুহতারঃ খন্ড-২,পৃষ্ঠা-৭০-৭১, জাদিদ ফেকহী মাসায়েলঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা ৫৯]({আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

*****টাকা এবং মালের নেসাব**

টাকা এবং মালকে রূপার সাথে সংযুক্ত করে রূপার নেসাব হিসেবেই ধরা হবে।

তথা কারো কাছে ৫২. ৫ভড়ি সমমূল্যে র টাকা বা ব্যবসায়িক পণ্য থাকলে তার উপর যাকাত আসবে।

এক্ষেত্রে স্বর্ণকে মানদন্ড হিসেবে ধরা হবে না।(ইফতা বিভাগ, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা)

কোন ক্যারেটের সোনা বা রুপার মূল্য যাকাতের মানদণ্ড ধরা হবে :

স্বর্ণ,রুপার ক্যারেটের ক্ষেত্রে যেটি সর্বোচ্চ,সেটিই নিখাদ।

এর চেয়ে কম ক্যারেট গুলোতে খাদ থাকে।

সুতরাং বাজারে ২৪ ক্যারেটের রুপা পাওয়া গেলে সেটির মুল্য ধরবে।

পাওয়া না গেলে ২২ ক্যারেট রূপার মূল্য নিসাব ধরবে।

তবে এতে নেসাব পরিমান না পৌছলে গরিবের উপকার হওয়ার স্বার্থে ১৮ ক্যারেট রূপার মূল্য নিসাব ধরলে যদি নেসাব পূর্ণ হয়,তাহলে সেটি ধরাই উচিত হবে।(ই.বি.,আইওএম)

যাকাতের খাতসমূহ:

যাকাত শুধু দিলেই হবে না। বরং নির্দিষ্ট খাতে দিতে হবে। যাকাতের খাত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الۡغٰرِمِيۡنَ وَ فِیۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۶۰﴾

"সাদাকাহ হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।"(তাওবা ৯/৬০)

এ আয়াতে যাকাতের ৮ টি খাতকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যথা—

(১) ফকির : এমন ব্যক্তি যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। যে ব্যক্তি নিসাবের চেয়ে কম সম্পদের মালিক এবং তার উপার্জন দিয়ে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জরুরি প্রয়োজন পূরণ হয় না। যেমন –খাবার,পোশাক, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা খরচ, অপারেশন, বিদ্যুৎ -গ্যাস -পানির বিল ইত্যাদি তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ হবে। যদিও সে, সুস্থ ও উপার্জনশীল হয়।

(২) মিসকিন: মিসকিন হল এমন ব্যক্তি যার অর্থ -সম্পদ কোনো কিছুই নেই এবং কোন উপার্জনও নেই।

(৩) যাকাত আদায়ের কর্মচারী : যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা উদ্দেশ্য যাকাত উসূলকারিগণ। অর্থাৎ বিত্তশালীদের নিকট থেকে যাকাত উসুল করার জন্য খলিফা বা তার প্রতিনিধি যাদেরকে নিয়োগ দেন তারাই যাকাত উসূলকারী।অনুরূপ যাকাত সংরক্ষণকারী অর্থাৎ যারা গুদামে সংরক্ষিত যাকাত রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অনুরূপ যারা গরিবদের মাঝে যাকাত বন্টন করার দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে যাকাত থেকে দেওয়া বৈধ, যদিও তারা ধনী হয়। এটি তাদের বৈধ হক, যা শরী'য়ত তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে '।তারা যদি এই হক ত্যাগ করে সমস্যা নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

যাকাত উসূল করার কাজে যারা নিয়োগ পাবে তারা মানুষের নিকট থেকে যায় গ্রহণ করবে বাইতুলমালে এনে জমা দিবে, যাকাত দাতাদের পক্ষ থেকে তাদের নিজের জন্য হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা বৈধ নয়।

যাকাত উসূল কারীদের গুণাবলী:

ক.) মুসলিম হওয়া

খ.)সাবালক ও বিবেকি হওয়া

গ.)আমানতদার হওয়া

ঘ.)যাকাত উসূল করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া। যেমন, সত্যবাদী ও নেককার।

ঙ.) যাকাতের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

(৪) ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য:যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা জরুরী, তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ। যাদেরকে যাকাত দিলে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা যাদেরকে যাকাত দিলে ঈমান শক্তিশালী হবে অথবা যাদেরকে যাকাত দিলে মুসলিমদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ। তারা সবাই এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও, তারা ধনী হয়।

উল্লেখ্য যে এই খাতের উদ্দেশ্য ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও তার মর্যাদা রক্ষা করা।

কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাদেরকে তিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাত দেওয়া হতো, তাদেরকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ তখন ইসলাম অনেক শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় কোন সাহাবী এই ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। সুতরাং সাহাবীদের ইজমা অনুযায়ী এই খাতটি যাকাতের খাত থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যাকাত আদায়ের সাতটি খাত অবশিষ্ট রয়েছে। আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতও এটা।

(৫) দাসমুক্তি: দাসমুক্তি অর্থ দাস দাসীকে সম্পদ দেওয়া নয়। বরং তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য। এই খাত নিচের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন,

ক.)চুক্তিবদ্ধ দাসদাসী :যেসব দাস দাসী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কিস্তি হিসেবে পরিশোধ করার শর্তে নিজেদেরকে তাদের মনিবের থেকে খরিদ করে নিয়েছে, তাদের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য যাকাত দিয়ে সাহায্য করা বৈধ। যাকাতের অর্থ তাদেরকে অথবা তাদের পক্ষ থেকে মনিবকে সরাসরি দেওয়া বৈধ। তাদের জানা জরুরি নয়, দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ায় যথেষ্ট।

২.) দাস-দাসী খরিদ করে মুক্ত করাও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৩.) বিশুদ্ধ মত অনুসারে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে।,যারা শত্রুদের হাতে বন্দি। কারণ দাস মুক্ত করার জন্য যদি যাকাত বৈধ হয়, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যাকাত বৈধ হবে বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তাদের মুসিবত বড়।

(৬) ঋনগ্রস্থ ব্যাক্তি: ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি দুই প্রকার :

১. মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য খরচ করে যিনি ঋণগ্রস্থ হয়েছেন। যেমন কেউ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের মীমাংসার জন্য নিজের জিম্মাদারীতে কিছু সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণ করে যাতে সম্পদ প্রদান করতে হয়। যেমন একপক্ষকে কিছু টাকা দিয়ে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া।অথবা যদি এমন কোন নগদ টাকা ব্যয় করে খাবারের আয়োজন করে যাতে উভয় বিবদমান পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মাঝে মীমাংসা করার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং যারা এই কাজ করার জন্য ঋণ করবে তারা ধনী হলেও তাদেরকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে।

২. ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তি : অর্থাৎ যে নিজের প্রয়োজনে ঋন করেছে, যেমনকি অভাব অথবা চিকিৎসা অথবা পোশাক -পরিচ্ছদ অথবা বিবাহ অথবা ঘরের আসবাবপত্র কেনার জন্য ঋন করেছে, (পুরোনো ফার্নিচার নতুন করার জন্য ঋন করলে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না) ।অনুরূপ যার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে সেও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অগ্নিকাণ্ড অথবা জলোচ্ছ্বাস অথবা মাটিতে ধসে যাওয়া ইত্যাদি। এই খাতের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে,

১.ঋনগ্রস্থ ব্যক্তি ঋন পরিশোধ করতে সামর্থ নয়, যদিও তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় সম্পদ তার রয়েছে।অথবা তার ব্যবসা রয়েছে, যার উপার্জন দিয়ে তার ও পরিবারের খরচ মিটে, কিন্তু জরুরি প্রয়োজন শেষে ঋন পরিশোধ করার কোন অর্থ থাকে না, এরূপ ব্যক্তিদের ঋণ যাকাতের অর্থ থেকে পরিশোধ করা বৈধ যদি সে ঋণের একাংশ পরিষদ করতে সক্ষম হয় অবশিস্ট অংশ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত দিবে।

২. বৈধ কাজের ধনীরাই যাকাতের হকদার। যে পাপের কাজে ঋণী হবে সে যাকাত পাবে না। যদি সে তওবা করে এবং সত্যিকার তাওবার আলামত তার ভেতর স্পষ্ট হয় তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। অনুরূপ কেউ যদি বৈধ কাজে ইসরাফ করে অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশি খরচ করে ঋণগ্রস্থ হয় তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না।

(৭)আল্লাহর রাস্তার যাত্রীগণ: আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টা ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তার অন্তর্ভুক্ত। জিহাদ দ্বীনে আইন অর্জনে যাবতীয় পথ এবং দিন প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হাদীসে এসেছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " .

আত্বা ইবনু ইয়াসার (রঃ) হতে বর্ণিতঃ

“রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ধনীর জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেনীর ধনীর জন্য তা জায়িযঃ (১) আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি (২) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি (৪) কোন ধনী ব্যক্তির দরিদ্রের প্রাপ্ত যাকাতের মাল নিজ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা (৫) মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত হতে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দেয়া।”

সুনানে আবু দাউদ: **১৬৩৫**

Source: https://ihadis.com/abu-dawud/hadith/1635

(৮) মুসাফির: সফরে গিয়ে যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে সে ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে যাকাতের অর্থ দান করা যাবে এক্ষেত্রে উত্তম মুসাফির সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে সবারই মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন বলেছেন ইবনে সাবিল পথিক ব্যক্তির একটা হক রয়েছে যাকাত সম্পদে যে সে ধনী সে যদি ধনী হয় তবুও যদি সে তার নিজের ধন সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে

*****তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে**

১..যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য মুসাফিরের সফর শর'ঈ অথবা বৈধ হওয়া জরুরী। যদি পাপের সফর হয়, যাকাতের হকদার হবে না। যদি তওবা করে অবশিষ্ট সফরের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। কারণ তওবা ঘোষণার পর থেকে তার সফর বৈধ।

২. সফরের ইচ্ছা পোষণকারীকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কিনা, আহলে ইলমগন দ্বিমত পোষণ করেছেন। যেমন কেউ কাজের সন্ধানে অথবা বৈধ কারণের সফল করতে চাই কিন্তু তার অর্থ নেই। শাফেয়ী মতাবলম্বীরা বলেন তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, অন্যান্য আলিমগণ বলেন তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ মুসাফির ভিনদেশী ব্যতীত কাউকে বোঝায় না। এটি বিশুদ্ধ মত। এখানে একটি কথা বলা যায় ফকির ও মিসকিনদের অংশ থেকে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ যদি সে গরিব হয় যা যাকাতের একটি খাত।

৩..বিশুদ্ধ মতে মুসাফিরকে যদি ঋণ দেওয়ার মতো লোক থাকে তবুও তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ।তার জন্য যাকাত নেওয়াও জায়েজ।যদি আগেই ঋন নিয়ে নেয়, যাকাত নিয়ে সে তার ঋন পরিশোধ করবে।

যেসব মুসলিম অত্যাচারী শাসকের ভয় বা কোন কারণে নিজ দেশ থেকে অপর দেশে শরণার্থী হয় তাদেরকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা জরুরি, যদি তাদের প্রয়োজন হয়। তারা ফকির-মিসকিন বা ঋণগ্রস্থ ইত্যাদি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না :

কতিপয় লোককে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।আবার সেইসব লোকের জন্য যাকাত গ্রহণ করাও জায়েজ নেই।যথা–

(১) সম্পদশালী : যারা ধনী এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। যদিও সে শিশু হয়, তাহলেও তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

(২) উপার্জন সক্ষম: উপার্জন সক্ষম ব্যক্তির জন্য সদকা হারাম। তবে সে যদি তার উপার্জন দিয়ে তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের সক্ষম না হয় তাহলে সে ফকির অথবা মিসকিনের খাত থেকে যাকাত পাবে।

(৩) হাশেমী ও তার ক্রীতদাসদেরকে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার যেমন বনু হাশেম বনু আব্দুল মোত্তালিব, তাদেরকে এবং তাদের কোন ক্রীতদাসদের কেউ যাকাত দেওয়া যাবে না। এবং তাদের জন্য যাকাত গ্রহণও জায়েজ নাই। তবে তারা হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবে।

(৪) কাফির অথবা মুশরিককে: কোন কাফের বা মুশরিকের যাকাতের অর্থ দেওয়া বৈধ নয়। তবে তাদেরকে নফল সদকা দেওয়া যেতে পারে।

(৫) যাকাতদাতার উর্ধতন বা অধনস্ত কাউকে: যাকাত দাতার ঊর্ধ্বতন দেখতে হচ্ছে পিতা-মাতা দাদি নানি না দাদা দাদি আর কথা নষ্ট হচ্ছে সন্তান স্ত্রী অতএব সন্তান পিতা মাতাকে এবং পিতা-মাতার সন্তানকে যাকাত দিতে পারবে না

(৬) স্ত্রী, স্বামীকে এবং স্বামী, স্ত্রী কে: স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামীকে স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না কারণ স্ত্রী স্বামীর অধীন অনেক দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর খরচ মেটানো অপরদিকে স্ত্রী যদি স্বামীকে যাকাত দেয় তাহলে সেই যাকাতের অর্থ ঘুরে ফিরে আসল মালিকের কাছে ফিরে আসবে এজন্য স্ত্রীর স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না তবে স্বামী যদি গরিব হয় তাহলে অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে

“কোন্ কোন্ আত্মীয় স্বজনকে যাকাত দেয়া যাবে":

যাকাত আদায় করার এই নির্দেশটি মানবগোষ্ঠীর অন্তরে একটি অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা জন্ম দেয় যে,আমার কাছে যাকাতের এই পরিমান অর্থ রয়েছে, এই অর্থ যথাস্থানে ব্যয় করতে হবে। এ চিন্তা থেকেই সে এর প্রকৃত হকদারদের অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। যারা এই অর্থ প্রাপ্তির হকদার তাদের একটি তালিকা ও সে চুরান্ত করে নেয়। এরপর সে ওই তালিকা মোতাবেক তাদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছানোর কাজে উদ্যোগী হয়।নিজ মহল্লা, পাড়া - প্রতিবেশী,যাদের সঙ্গে মেলামেশা রয়েছে,প্রিয়জন,আপনজন,আত্নীয় -স্বজন এবং বন্ধু - বান্ধবের মধ্যে যারা যাকাতের হকদার তাদের যাকাত প্রদান করাও যাকাতদাতার অন্যতম একটি দায়িত্ব।

এসবের মাঝে নিজের আত্মীয় -স্বজনকে যাকাত দেয়া সর্বোত্তম। নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটজন কে যাকাত প্রদানের সওয়াব দ্বিগুন। যাকাত আদায়ের সওয়াব তো আছেই সেইসঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য রয়েছে অতিরিক্ত সওয়াব। সব আত্নীয় - স্বজনকেই যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে আত্নীয়তার দু'টি সম্পর্ক এমন রয়েছে যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েজ নেই।একটি হল জন্মসূত্রের সম্পর্ক। সুতরাং পিতা সন্তানকে এবং সন্তান পিতাকে যাকাতের অর্থ দিতে পারবেনা। দ্বিতীয়টি হল বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্ক। সুতরাং স্বামী স্ত্রী কে এবং স্ত্রী স্বামী কে যাকাতের অর্থ দিতে পারবে না।এ ছাড়া অন্য সব আত্নীয় -স্বজনকেই যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। ভাই -বোন,চাচা -চাচী, খালা-ফুফু এবং মামাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া উত্তম।তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই তারা যাকাতের হকদার কি না এবং তারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কি না?তা পরখ করে নিতে হবে। [ফাতাওয়ায়ে শামীঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা-৬৯]{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

যাকাতের হকদার নয় এমন ব্যাক্তির হাতে যাকাতের অর্থ চলে গেলে , তারবিধান কি:

যাকাতের টাকা উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রদান করা যাকাত আদায় কারীর কর্তব্য কেউ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বলে প্রবল ধারণা হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে আর ঘোষণা দিয়ে যাকাতের কাপড় ও অর্থ প্রদান করা হলে সে ক্ষেত্রে আগত লোকদের অবস্থা একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে যেন যাকাত তার হকদার এর কাছেই পৌঁছে অবশ্যই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এক্ষেত্রে পরে ভুল প্রমাণিত হলে অর্থাৎ সে দারিদ্র ছিল না প্রমাণিত হলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি যাকাতের উপযুক্ত নয় তার জন্য কোন অবস্থাতেই যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় কেউ গ্রহণ করে ফেললে তার দায়িত্ব হল মালিককে ফেরত দেওয়া বা গরিবদের সদকা করে দেওয়া।(মুসনাদে আহমদ হাদিস ৬৫৩০, বাদায়েউসসানায়ে ২/১৬৩, ফাতহুল কাদির ২/২১৪,রদ্দুল মুহতার ২/৩৫২)

****** বিকাশের মাধ্যমে কারো কাছে সে ক্ষেত্রে বিকাশ চার্জ আলাদা দিতে হবে। নতুবা যে টাকা চার্জ হিসেবে কর্তৃক হবে সেই টাকা যাকাত আদায় হবে না।

****** অবৈধ সম্পদের বিধান হল তা মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সেই সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিবদের মাঝে অথবা জনিহিতকর কাজে দান করে দিতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, কারো কাছে এক লক্ষ আছে তার মধ্যে ২৫ হাজার টাকা অবৈধ তাহলে সেই ব্যক্তিকে ওই ২৫ হাজার টাকা তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এই পঁচিশ হাজার টাকা কোন সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিবদের মাঝে দান করে দিতে হবে। এবং বাকি ৭৫ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময় থেকে যাকাত বিলম্ব করার বিধান:

***(যাকাত ফরজ হওয়ার সময় থেকে যাকাত আদায় না করে অল্প স্বল্প করে যাকাত আদায় করা)

কোনো কোনো ব্যবসায়ী একসঙ্গে যাকাত আদায় না করে সময় নিয়ে অল্পস্বল্প করে যাকাত আদায় করে থাকেন।তবে তারা ক্রমান্বয়ে পুরো সম্পদেরই যাকাত আদায় করে থাকেন। হিসাবপত্র খাতায় লেখে রেখে হিসাব অনুযায়ী সুবিধামত সময়ে যাকাত আদায় করে দেন।প্রকাশ থাকে যে,যাকাতের এই অর্থ তারা নিজ ব্যবসা-বাণ্যিজ্যেই লাগিয়ে রাখেন।এভাবে যদি কোনো ব্যক্তি যাকাত আদায় করেন,তবে তা জায়েয হবে।কিন্তু এ ক্ষেত্রে

দ্রুততার সঙ্গে এবং একসঙ্গে আদায় করে দেয়াটাই উত্তম।[রাদ্দুল মুহতারঃ খন্ড -২,পৃষ্ঠা -১২,ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুমঃখন্ড-৬,পৃষ্ঠা -৯২,ইমদাদুল আহকামঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা -২০]

যাকাত শুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসয়ালা:

*****(যাকাত আদায়ে নিয়ত শর্ত)**

যাকাত আদায় করতে হলে যাকাত দেওয়ার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে না হলে যাকাত আদায় হবে না।

উদাহরণ,

প্রশ্ন :এক ব্যক্তি নিজের কোনো কর্মচারীকে তার সন্তানের বিয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়ে ১০ হাজার টাকা তাকে যাকাত হিসাবে দেয়ার কথা জানিয়ে দিল।অবশিষ্ট টাকা যাকাতের হওয়া সত্ত্বেও তা অন্যকে দেওয়ার ইচ্ছা করল।এমতাবস্থায় সেই ১৫ হাজার টাকা ফেরত পাওয়ার পর অন্যদের দেওয়ার সময়ও কি দ্বিতীয়বার যাকাতের নিয়ত করতে হবে?

উত্তরঃহ্যাঁঃপ্রথমেই যদি দশ হাজার টাকা যাকাতের নিয়তে আর অবশিষ্ট টাকা ঋণের নিয়তে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এমনটি করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। দশ হাজার টাকা যাকাত বাবদ আদায় হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পনের হাজার টাকা যাকাত হিসেবে আদায় হয় নাই। ওই টাকা উসুল হওয়ার পর পুনরায় যাকাতের নিয়তে আদায় করলে যাকাত আদায় হবে

****""হকদারকে মালিক বানিয়ে দেবে""**

শরীয়তের নির্দেশ হল যে, যাকাতের অর্থ তার হকদারকে দিয়ে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই সম্পদের ওপর প্রাপকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয় এবং সে যেন স্বাধীনভাবে এ সম্পদ দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। একারণেই কোনো বিল্ডিং নির্মাণ কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কোনো সংস্থা বা সংগঠনের কর্মচারীদের বেতনাভাতা প্রদানেও যাকাতের অর্থ লাগানো যায় না।কারন হল যে,যাকাতের অর্থ নির্মাণ কাজ কিংবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতায় ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলে টাউট বাটপাররাই যাকাতের সব অর্থ সাভার করে ফেলবে। কেননা এই উভয়বিধ কাজেই টাকা ব্যয় হয় প্রচুর। যা লাখের এমনকি কোটির কোটাও ছাড়িয়ে যায়। এই জন্য শরীয়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিসাবের মালিক নয় এমন ব্যক্তিকে যাকাতের মালিক বানিয়ে দাও।কেননা যাকাতের একমাত্র হকদার হচ্ছে দরিদ্র অসহায় ও দুর্বল জনগোষ্ঠী। সুতরাং যাকাতের এই অর্থ তাদের হাতেই পৌঁছা জরুরি। যখন তাদের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে,তখনই যাকাত আদায় হবে।[রাদ্দুল মুহতারঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা -৬৪,ফাতাওয়ায়ে দারুলউলুমঃখন্ড-৬,পৃষ্ঠা-১৯৫]

“(মাদ্রাসার ছাত্রদের যাকাতের অর্থ দেয়া)

যাকাতের সর্বোত্তম খাত মিসকীন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীই। যেসব প্রতিষ্ঠানে সঠিক তরীকায় শরীয়ত নির্দেশিত হকদারদের মাঝে যাকাতের ব্যয় করার কোনো ব্যবস্থাপনা নেই,এজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেয়া অনুচিত। বরং প্রকৃত দরিদ্র হকদারদেরকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়া জরুরী।অবশ্য কোনো মাদ্রাসা বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত গরীব হকদারদের মাঝে যাকাতের অর্থ ব্যয় বন্টনের সুব্যবস্থা থাকলে সেখানে যাকাতের অর্থ দেয়া উচিত। কেননা সাধারন দরিদ্ররা যাকাতের হকদার হতে পারলে মাদ্রাসার গরীব ছাত্ররা তার হকদার হওয়ার জন্য আরো বেশী যোগ্য।এর দ্বারা দ্বীনি ইলম টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়তা হবে। সুতরাং এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায় নির্দ্বিধায় যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। তবে যাকাত আদায়ে নিজের আত্নীয়-স্বজন, পাড়া - প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি। [ফাতা ওয়ায়ে রহীমীয়াঃ খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩০]{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

(নিজের কর্মচারী কে যাকাত দেওয়া)

নিজের কর্মচারী বা অন্য যে কাউকে নিসাবের মালিক না হলে যাকাতের অর্থ দেয়া জায়েজ আছে। অবশ্য কর্মচারীকে প্রদত্ত টাকা তার মজুরী থেকে কেটে দেয়া জায়েয হবে না।এমনকি কর্মচারী বেতন বৃদ্ধির দাবি জানালে তাকে একথা বলে বিরত করা যাবে না যে,তোমাকে তো আমি যাকাতের টাকা দিয়েছি।মোটকথা কর্মচারীর বেতনে যাকাতের কোনো প্রভাব পড়তে পারবে না। [রাদ্দুল মুহতারঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা -৭২, ফাতাওয়ায়ে দারুলউলুমঃখন্ড-৬,পৃষ্ঠা -২৪৫]{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

ব্যাংক সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করলে)"

অনেক সময় দেখা যায় ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার যাকাতের যে অর্থ কর্তন করে নিয়ে থাকে, পরবর্তীতে তা যাকাতের সঠিক খাতেব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল যে,ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার যাকাতের যে অর্থ কর্তন করে নেয়;তা কর্তন করে নেয়া মাত্রই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে এই টাকা যথাযথ খাতে ব্যয় করা।রাষ্ট্র সঠিক ব্যয় না করলে এর জন্য সরকার গোনাহগার হবে।এতে করে যাকাত দাতার যাকাত আদায়ে কোনো প্রভাব পড়বে না।{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}

ঋনদাতার যাকাতের বিধান :

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার এই সম্পর্কিত ইবারতের ব্যখ্যা আহসানুল ফাতাওয়াতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে- শরীয়তের পরিভাষায় করয(ঋণ) শুধুমাত্র ঐ মালকেই বলা হয়,যা হুবহু ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে কাউকে দেয়া হয়।কিন্তু সচরাচর সমাজে প্রচলিত রয়েছে যযে,জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া প্রত্যেক মালকেই করয বলা হয়।তবে শরীয়ত সেটাকে করয বলে না বরং

সেটাকে দাইন বলে।সাহাবাইন রাহ এর মতে প্রতেক প্রকার দাইনে যাকাত ওয়াজিব।তবে ইমাম আবু-হানিফা রাহ দাইনকে তিন প্রকারে বিভক্ত করে থাকেন।

(১) دين قوي (শক্তিশালী ঋণ) { এই ঋনের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে}এটা দ্বারা সেই টাকা বা মাল উদ্দেশ্য যা কাউকে ধার দেয়া হয়েছিলো,বা ব্যবসায়িক পণ্যর বিনিময়ে কারো উপর ওয়াজিব ছিলো।কিংবা এমন কোনো গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে কারো উপর ওয়াজিব ছিলো যে প্রাণীর উপর যাকাত ওয়াজিব ছিলো।এমন দাইনে চল্লিশ দিরহাম পরিমাণ উসূল হওয়ার পর যাকাত ওয়াজিব হবে।(যখন থেকে পাওনা ছিলো তখন থেকে এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত ওয়াজিব হবে তথা হস্তগত হওয়ার পূর্বের বৎসর সমূহের যাকাত তখন আদায় করতে হবে।

(২) دين متوسط (মধ্যবর্তী ঋণ){এই ঋনের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না} ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে কারো উপর কোনো পাওন থাকলে, সে মালে যাকাত সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রাহ থেকে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।(ক) শক্তিশালী দাইনের মত সেই মালে যাকাত ওয়াজিব হবে।তবে চল্লিশ নয় বরং দুইশত দিরহাম পরিমাণ উসূল হওয়ার পর অতীতের সমস্ত বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হবে। (খ)পরবর্তী দুর্বল দাইনের মত অতীতের বৎসর সমূহের যাকাত ওয়াজিব হবে না।বরং যখন দুইশত দিরহাম পরিমাণ উসূল হবে, এরপর থেকে সেই মালে এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরেই যাকাত ওয়াজিব হবে।এবং এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

(৩) دين ضعيف (দুর্বল ঋণ) ঐ মাল যা কোনো মালের বিনিময় হিসেবে ওয়াজিব হয়নি।যেমন মহরের টাকা।এই মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বের বৎসর সমূহের কোনো যাকাত দিতে হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪/২৭১)

আল্লামা তাক্বী উসমানি রাহ এবিষয়ের মূলনীতিকে এভাবে গোছিয়ে লিখেন যে,

***(ঋনের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে)**

মানুষের কাছে অনেক সময় ঋণ হিসাবে টাকা দেয়া হয়ে থাকে,কখনো বা বাকীতে পণ্য বিক্রয় করা হয়।অদূর ভবিষ্যতে তা পাওয়া যাবে,এ বিষয়টিও থাকে নিশ্চিত । এমতাবস্থায় যাকাতের অর্থ হিসাব করে বের করার সময় এগুলোকেও হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উত্তম।যদিও শরীয়তের হুকুম হলো যে,অনাদায়ী ঋণের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।কিন্তু এই সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করে আদায় করতে হবে।দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে,একব্যক্তিকে একলাখ টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছিল।পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রদত্ত ঋণের টাকা সে ফেরৎ পেল।যদিও এই

একলাখ টাকার যাকাত বিগত পাঁচ বছর আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব ছিল না।কিন্তু একলাখ টাকা উসূল হওয়ার পর এখন তাকে বিগত পাঁচ বছরের যাকাত আদায় করে দিতে হবে। যেহেতু একসঙ্গে কয়েক বছরের যাকাত আদায় করা কোনো কোনো সময় কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়,এ জন্য প্রতি বছর হিসাব করে এসব সম্পদের যাকাত আদায় করে দেয়াই উত্তম।(ফাতাওয়ায়ে শামী-২/৪,বাদায়ে সানায়ে-২/৬) ব্যক্তি ও রাস্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাতের বিধান-৩৪, আরো বর্ণিত রয়েছে, (আবকে মাসাঈল আউর উনকা হল-৩/৩৫২)

"(ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার আশা না থাকলে")

কোনো ব্যক্তি ঋণ নেওয়ার পর ফেরত দিতে অস্বীকার করল।কিংবা ঋনগ্রহিতা ও উধাও হয়ে গেল।এই টাকা ফেরত প্রাপ্তির আর কোনো আশা ভরসা নেই। এজাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এই টাকায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি এমনটি বলতে থাকে যে,আমি তোমার ঋণের টাকা পরিশোধ করবো,তাহলে তার এদাবি বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়ে,এ টাকার যাকাতের অর্থ হিসাব করে বের করতে হবে। যদিও তাৎক্ষণিক ভাবে এর যাকাত আদায় করা জরুরি নয়। কিন্তু টাকা ফেরত পাওয়ার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত হিসাব করে আদায় করে দিতে হবে।

[রাদ্দুল মুহতারঃখন্ড-২,পৃষ্ঠা-১০।ফাতাওয়ায়ে দারুলউলুম খন্ড-৬পৃষ্ঠা-৭৭,আহসানুল ফাতাওয়াঃখন্ড-৪,পৃষ্ঠা-২৬০]

ঋনগ্রহিতার যাকাতের বিধান:

*****যাকাতের হিসাব থেকে নিজের ঋণ বাদ দেওয়া।"**

যাকাতের হিসাব করার সময় এবিষয়টিও লক্ষ রাখতে হবে যে, যাকাতদাতা নিজে ঋণগ্রস্ত কি না?যদি নিজে ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে সামগ্রিক হিসাব থেকে ঋণ পরিমাণ টাকা বাদ দিতে হবে। ঋণের টাকা হিসাব থেকে বাদ দেয়ার পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকবে, তা-ই যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করবে। উত্তম হল,সম্পদ হিসাবে যাকাতের যে পরিমাণ অর্থ দাঁড়ায়,তা পৃথক করে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে রাখবে।অতঃপর সময় ও সুযোগ মতো যাকাতের নির্দিষ্ট খাতে তা ব্যয় করতে থাকবে। এটিই হলো যকাতের হিসাব সংরক্ষণ করার উত্তম পদ্ধতি।

*****"ঋণ দুই প্রকার"**

ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় আরো একটি দিক রয়েছে।আর তা হল যে, ঋ দুই প্রকার।
এক.সাধারণ ঋণ।যা মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা অস্বাভাবিক অবস্তায় নিতে বাধ্য হয়।

দুই.বিশাল বিশাল শিল্পকারখানা গড়ে তোলার কিংবা যে কোনো বড় ধরনের ব্যবসায়িক প্রকল্প খোলার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয়া হয়ে থাকে।দৃষ্টান্ত স্বরুপ -ফ্যাক্টরী স্থাপন,মেশিনারিজ আমদানি কিংবা

ব্যবসায়িক পণ্য ইমপোর্ট করার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয়া হয়।

ধরা যাক একজন শিল্পপতির দু'টি ফ্যাক্টরী চালু রয়েছে। কিন্তু সে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তৃতীয় আরো একটি ফ্যাক্টরী চালু করল। দ্বিতীয় প্রকারের এই ঋণকে যদি সামগ্রীক সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে এ জাতীয় শিল্পপতিদের ওপর তো এক পয়সাও যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং উল্টো তারাই যাকাত প্রাপকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।কেননা তাদের কাছে যাকাতযোগ্য যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ঋণ সে ব্যাংক থেকে নিয়ে রেখেছে। দৃশ্যতঃ এখন তাকে দরিদ্র এবং মিসকীন মনে হচ্ছে। সুতরাং এ জাতীয় ঋণ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়ত পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছে।

***"*ব্যবসায়িক ঋণ কখন বাদ দেয়া হবে*

ঋণের প্রথমোক্ত প্রকারটি (অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনে ঋন নিলে)তো সামগ্রিক সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। বাদ দেয়ার পরই অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। ঋণের দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে অতঃপর তা এমন সামগ্রী ক্রয়ে বিনিয়োগ করে,যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন ঋণের টাকায় কাঁচামাল ক্রয় করল কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় করল,তাহলে কেবলমাত্র ঋণের এই পরিমান অর্থকে সামগ্রিক সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। কিন্তু যদি ঋণের এই অর্থ যাকাত অযোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ঋণের এই অর্থকে সামগ্রীক সম্পদ থেকে বাদ দেয়া যাবে না।

*****""" ঋণের দৃষ্টান্ত """**

ধরা যাক, একব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ উত্তোলন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজার (বর্হিঃবিশ্ব)থেকে এই টাকায় সে একটি প্লান্ট(মেশিনারি) ইম্পোর্ট (আমদানি) করল।যেহেতু ওই প্লান্টটি যাকাত যোগ্য সম্পদ নয়,সেহেতু এই অবস্থায় এই ঋণ সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে না।কিন্তু যদি ঋণের এই অর্থে সে কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে,তাহলে যেহেতু কাঁচামালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়,তাই এই ঋণ সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে। কেননা ঋণের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হলেও কাঁচামাল তো সামগ্রিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

সারকথা হল,প্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক ঋণের পুরোটাই সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ যাবে।আর যে ঋণ কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো যে, যদি ঋণের অর্থে যাকাত অযোগ্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়, তাহলে ওই ঋণের অর্থ হিসাব থেকে বাদ

দেয়া যাবে না।আর যাকাতযোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে অর্থলগ্নি করলে তা সামগ্রীক সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে। এই ছিল যাকাত বের করার ক্ষেত্রে শরীয়তের আহকাম।
[{{আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:}]

কোনো ঋণপ্রার্থীকে যাকাত দেয়া:

কোনো ব্যক্তি কারো কাছে ঋণের জন্য দ্বারস্ত হয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে এই ব্যক্তি ঋণ নিয়ে আর ফেরত দেবে না। এই ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার কথা বলে যদি যাকাতের নিয়তে টাকা দিয়ে দেয়া হয় এভাবে তাকে টাকা দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।তবে ঋণ দেয়ার সময়-ই যাকাতের নিয়ত করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে মনে মনে এই নিয়ত ও করে নিতে হবে যে, যদি এই ব্যক্তি টাকা ফেরত দেয়ার জন্য নিয়েও আসে তাহলে সে তা ফেরত নেয়া হবে না। এমনটি করা হলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।(আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:)

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত:

স্বর্ন ও রৌপ্যের (সে শুধু সোনা, রুপা হোক বা এর দ্বারা বানানো অলংকার হোক) নিসাব পূর্ণ হলেই যাকাত ফরজ।

***স্বর্নের যাকাত দেওয়ার নিয়ম:** আমরা আগেই জেনেছি যে স্বর্নের নিসাব ৮৫ গ্রাম। এ পরিমাণ বা এর বেশি স্বর্ন যদি কারো কাছে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির মালিকানায় যে ক্যারেট স্বর্ণ রয়েছে সেই ক্যারেটের **১** গ্রাম স্বর্ণের বাজার দর জানবে প্রথমে। যদি একাধিক ক্যারেটের স্বর্ণ থাকে, যে ক্যারেট স্বর্ণ বেশি আছে তার বাজার দর জানব। অতঃপর এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্যকে তার নিকট যে কয় গ্রাম স্বর্ণ রয়েছে তার সংখ্যা দিয়ে গুণ দিবে। এভাবে স্বর্ণের গ্রামকে মুদ্রায় পরিণত করবে। অতঃপর ক্যালকুলেটর দিয়ে মোট মূল্য থেকে ২.৫% বের করবে। যে অংক আসবে তাই স্বর্ণের যাকাত।
***রূপার যাকাত বের করার নিয়ম : :** রুপার নিসাব ২০০ দিরহাম । যা ওজন করলে ৫৯৫ গ্রাম হয়। কারো কাছে এই পরিমাণ বা এর বেশি রুপা থাকলে সেই ব্যক্তি যে ক্যারেট রুপা তার কাছে রয়েছে তার বাজার দর জানবে। আর যদি একাধিক ক্যারেটের রুপা থাকে,তাহলে যে ক্যারেট রুপা বেশি রয়েছে তার বাজার দর জানবে। অতঃপর যত গ্রাম রুপা তার মালিকানায় রয়েছে তার সংখ্যা দিয়ে এক গ্রাম রুপার বাজার দর কে গুন দিবে। গুণফল থেকে ২.৫% হারে যাকাত বের করবে।

নারীর ব্যাবহৃত অলংকার এর যাকাতের বিধান:

ব্যবহারিক স্বর্ণ অর্থাৎ যে স্বর্ণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গঠিত রাখা হয়েছে সেই স্বর্ণের যাকাত ফরজ এবং হারাম কাজে ব্যবহৃত স্বর্ণ যেমন পুরুষের ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং কোন প্রাণীর আকৃতিতে বানানো নারীর অলংকার যা ব্যবহার করা হারাম ,এরূপ ব্যবহৃত স্বর্ণেরও যাজাত ফরজ। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে বৈধ পন্থায় নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত ফরজ কিনা? এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সহীহ মত হল নারীর ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ফরজ। নারীর ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، "أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ."

"আমর ইবনু শু'আইব (রঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার হতে বর্ণিতঃ একদা এক মহিলা তার কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আসলো। তার কন্যার হাতে দু'টি মোট স্বর্ণের কঙ্কন ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিন তোমাকে আগুনের দু'টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে রেখে দিলে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য।"(১৫৬৩ সুনানে আবু দাউদ: ১৫৬৩ হাদিসের মান: হাসান হাদিস

Source: https://ihadis.com/abu-dawud/hadith/1563

**অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " . فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ " . قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ . قَالَ " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ".

" 'আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী 'আয়িশাহর (রাঃ) নিকট গেলে তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে এসে আমার হাতে রূপার বড় আংটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলনঃ হে 'আয়িশাহ! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আপনার উদ্দেশে সাজসজ্জার জন্য আমি এটা বানিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও? আমি বললাম, না, অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন, তোমাকে (জাহান্নামের)

আগুনে নিয়ে যেতে এটাই যথেষ্ট।”(সুনানে আবু দাউদ: ১৫৬৫) https://ihadis.com/abu-dawud/hadith/1565

**উম্মু সালামা কর্তৃক বর্ণিত অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " . উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের অলংকার পরতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি কান্‌য (সঞ্চিত সম্পদ) হিসেবে গণ্য হবে? তিনি বললেনঃ যে সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার যাকাত দেয়া হয়, তা ‘কান্‌য’ নয়।” (সুনানে আবু দাউদ: ১৫৬৪) Source: https://ihadis.com/abu-dawud/hadith/1564

**আয়েশা (রা:) আরো একটি হাদিসে বলেন,

“ অলংকার ব্যাবহারে কোন সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়।”(দারে কুতনী ২/১০৭)

উপরে উল্লিখিত হাদিস ও আসার সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নারীর ব্যবহৃত অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

গবাদি পশুর যাকাতের বিধান :

গবাদি পশু বলতে উদ্দেশ্য উট, গরু ও বকরির যাকাত। কারণ এইসব প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর যাকাতের কথা হাদিসের উল্লেখ নেই। অতএব সাধারন পাখি, মুরগি, ঘোড়া, গাধা, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণী তে যাকাত নেই। তার সংখ্যা যত বেশি হোক, তবে কোন প্রাণী ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. নিসাব পরিমান হওয়া। (সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

২. গবাদি পশুর মালিক হওয়ার পর থেকে হিজরি এক বছর পূর্ণ হওয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সম্পদে পুরো এক বছর অতিক্রান্ত না হলে কোন যাকাত নেই।

৩. গবাদি পশু এমন হতে হবে যার দুধ ও গর্ভজাত সন্তান দ্বারা উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। এবং তা এমন হবে না, যা বিশেষ কোনো কাজে ব্যবহার ব্যবহৃত হয়। যেমন হাল চাষ

করা, পণ্য বহনের জন্য ব্যবহার করা,সেচকর্মে ব্যবহার করা। কিন্তু যদি পশু ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে এর থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর যাকাত ফরজ হবে।

৪. যাকাতের পশু সায়মা হওয়া। অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণ ভূমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এমন পশু। পশু যদি মালিকের কেটে আনা ঘাস খায় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অধিকাংশ আলেমের মত এটি। আর যদি ব্যবসার জন্য পশু লালন পালন করা হয় ব্যবসার পণ্য হবে, তাদের লালন পালন যেভাবেই হোক না কেন। তবে লক্ষণীয় যে কেউ যদি নিজের জমি চাষ করার জন্য পশু পালন করে তাতে যাকাত নেই। আলেমদের বিশুদ্ধ মত হল, শুধুমাত্র ‘সায়েমা’’ পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ যেসব পশু মাঠে জঙ্গলে ও পাহাড়ে চড়ে বেড়াই এবং বছরের অধিকাংশ দিন প্রাকৃতিক ঘাস ও তৃণলতা খায় সেসব পশুই কেবল ‘সায়মা’।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের নিসাব ও আদায়ের নিয়ম:

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي ـ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ ،شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ".

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত:

“আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেনঃ পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে। এটাই যাকাতের নিসাব-যা নির্ধারণ করেছেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট হতে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে অধিক চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতিটি পাঁচটি উটে

একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিনতে মাখায। ছত্রিশ হতে পয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিনতে লাবূন। ছয়চল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য একটি হিককা, একষট্টি হতে পচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ, ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবূন, একানব্বইটি হতে একশ বিশ পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য দুটি হিককা আর একশ বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিনতে লাবূন এবং (অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিককা। যার চারটির বেশি উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌঁছে তখন একটি বকরী ওয়াজিব। আর বকরীর যাকাত সম্পর্কেঃ গৃহপালিত বকরী চল্লিশটি হতে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশি হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ-র অধিক হলে প্রতি একশ-তে একটি করে বকরী। কারো গৃহপালিত বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে। রৌপ্যের যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। একশ নব্বই দিরহাম হলে সেক্ষেত্রে যাকাত নেই [৪৩], তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিলে দিতে পারে।"(সহিহ বুখারী: ১৪৫৪)

সায়েমা উট, গরু, এবং ছাগলের যাকাতের হিসাব ও তার পরিমাণ শরী'য়াত নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিচে সে পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

**উটের নিসাবের হিসাব:

১ থেকে ৪টি উটের ক্ষেত্রে যাকাত নেই।
৫ থেকে ৯টি উটের জন্য ১টি ছাগল দিতে হয়।
১০ থেকে ১৪টি উটের জন্য ২টি ছাগল।
১৫ থেকে ১৯টি উটের জন্য ৩টি ছাগল।
২০ থেকে ২৪টি উটের জন্য ৪টি ছাগল।
২৫ থেকে ৩৫টি উট হলে ১টি বিন্ত মাখাদ (এক বছর বয়সী উটনী, যার মা গর্ভবতী) দিতে হয়।
৩৬ থেকে ৪৫টি হলে ১টি বিন্ত লাবূন (দুই বছর বয়সী দুধদানে সক্ষম উটনী) দিতে হয়।
৪৬ থেকে ৬০টি হলে ১টি হিক্কাহ (তিন বছর বয়সী পূর্ণবয়স্ক উট, যাকে সওয়ারি করা যায়) দিতে হয়।
৬১ থেকে ৭৫টি হলে ১টি জাযা'আহ (চার বছর বয়সী উট) দিতে হয়।
৭৬ থেকে ৯০টি হলে ২টি বিন্ত লাবূন দিতে হয়।

৯১ থেকে ১২০টি হলে ২টি হিক্কাহ্ দিতে হয়।

১২০টির বেশি হলে প্রতি ৪০ উটে ১টি বিন্তু লাবূন অথবা প্রতি ৫০ উটে ১টি হিক্কাহ্ যাকাত দিতে হয়।

**গরুর নিসাবের হিসাব

১ থেকে ২৯টি গরুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই।চাইলে নফল সদকা করতে পারে।

৩০ থেকে ৩৯টি গরুর জন্য ১টি তাবি' বা তাবি'আহ (এক বছর বয়সী গরু) দিতে হয়।

৪০ থেকে ৫৯টি গরুর জন্য ১টি মুসিন্নাহ (দুই বছর বয়সী পূর্ণবয়স্ক গরু) দিতে হয়।

৬০ থেকে ৬৯ টি হলে ২টি তাবি'।

৭০ থেকে ৭৯ টি হলে ১টি তাবি' ও ১টি মুসিন্নাহ।

৮০ থেকে ৮৯ টি হলে ২টি মুসিন্নাহ।

৯০ থেকে ৯৯ টি হলে ৩ টি তাবি’

১০০ থেকে ১০৯ টি হলে ২ টি তাবি’’ ও ১ টি মুসিন

এরপর প্রতি ৩০ টি গরুতে ১টি তাবি' এবং প্রতি ৪০ টি গরুতে ১টি মুসিন্নাহ দিতে হয়।

**ছাগলের নিসাবের হিসাব:

১ থেকে ৩৯টি ছাগলের ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

৪০ থেকে ১২০টি ছাগলের জন্য ১টি ছাগল দিতে হয়।

১২১ থেকে ২০০টি ছাগলের জন্য ২টি ছাগল।

২০১ থেকে ৩৯৯টি ছাগলের জন্য ৩টি ছাগল।

৪০০ বা তার বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলে ১টি করে ছাগল দিতে হয়।

সায়েমা পশু ছাড়া যেগুলো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফার্মে পালিত হয় তার বিধান:

গৃহপালিত পশু অথবা অন্যান্য যে যেকোনো পাখি অথবা প্রাণী যেমন হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যদি ফার্মে ব্যবসায়িক নিয়তে পালন করা হয়। তাহলে যদি সেই পশু -পাখি সরাসরি বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের নিয়ত থাকে তাহলে ওইসব পশু পাখির বিক্রয়লব্ধ মূল্যের উপর ২.৫% হারে যাকাত আসবে। আর যদি ওইসব পশু থেকে অন্য কোন সুবিধা নেওয়া উদ্দেশ্য হয় যেমন গাভী থেকে দুধ আহরণ, আবার হাঁস -মুরগি থেকে ডিম উৎপাদন তাহলে

সে ক্ষেত্রে দুধ এবং ডিম বিক্রির মূল্যের উপর যাকাত আসবে। মূল পশু - পাখির মূল্যের উপর যাকাত আসবে না। সেগুলো ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতির কাতারে পড়বে।অর্থাৎ যন্ত্রপাতি তে যেমন যাকাত আসে না এটাতেও আসবে না।

ফল ও ফসলের যাকাত :

অন্য সম্পদের মত নেই ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ও শূন্য নির্ধারিত যাকাত রয়েছে এটা আদায় করা ফরজ কোরআন হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ বলেন

وَ ہُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّ غَیۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُکُلُہٗ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا وَّ غَیۡرَ مُتَشَابِہٍ ؕ کُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِہٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَ اٰتُوۡا حَقَّہٗ یَوۡمَ حَصَادِہٖ ۫ۖ وَ لَا تُسۡرِفُوۡا ؕ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾

"আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতূন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَیِّبٰتِ مَا کَسَبۡتُمۡ وَ مِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ ۪ وَ لَا تَیَمَّمُوا الۡخَبِیۡثَ مِنۡہُ تُنۡفِقُوۡنَ وَ لَسۡتُمۡ بِاٰخِذِیۡہِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِیۡہِ ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ ﴿۲۶۷﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।"

শরীয়তের পরিভাষায় ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। উশরী ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তাই উশর। মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। উশরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ। মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা এক-দশমাংশ এর অর্ধেক অর্থাৎ ২০ ভাগের একভাগ যাকাত দেওয়াকে উশর বলা হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের মালিকানাধীন যে জমিতে বৃষ্টির পানি বা নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে সেসব জমিতে উৎপাদিত

ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয় সেসব জমিতে উৎপাদিত ফসলের 20 ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।
অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত।কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বছরে যতবারই ফসল উঠবে ততবারই দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

ফল ও ফসলের নিসাব:

জমিন থেকে যা কিছু উৎপাদিত হয়।চায় একসের হোক, ইমাম আবু-হানিফা রাহ এর মতানুসারে তাতে উশুর অর্থ্যাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ফরয হবে।
অর্থ্যাৎ দশ ভাগের একভাগ আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া ফরয।
বৎসরে যতবার-ই ফসল উৎপাদিত তাতে উশুর আসবে।যদি প্রাকৃতিক পানি দিয়ে চাষ করা হয়, তাহলে এ হুকুম।
কিন্তু যদি মেশিনেরর পানি দিয়ে জমি চাষ করা হয় তাহলে নিসফে উশর অর্থ্যাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ফরয হবে।

وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

এবং হক্ব আদায় কর ফসল কর্তনের সময়।
সূরা, আন'আম-১৪১।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত,
البخاري)1483 (عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)
নবীজী সাঃ বলেনঃ
যে জমি আকাশের পানি অথবা ঝরনার পানি দ্বারা উৎপাদিত হয় অথবা পানির লেয়ার যুক্ত জমিনে মাঠির নিচের পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়।
তাতে উশর(১০%) ওয়াজিব হবে। এবং যে জমি সিঞ্চিত পানি দ্বারা উৎপাদিত হবে, তাতে নিসফ উশর(২০%) ওয়াজিব হবে।
*তবে সাহাবাইনের মতে,
ফসলের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসক।অর্থাৎ পাঁচ ওয়াসক এর কম পরিমাণ ফসলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

কোন কোন ফসলের যাকাত ফরজ :

অন্য সম্পদের মত নেই ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের ও শূন্য নির্ধারিত যাকাত রয়েছে এটা আদায় করা ফরজ কোরআন হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ বলেন

وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّ غَیۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّ النَّخۡلَ وَ الزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُکُلُہٗ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا وَّ غَیۡرَ مُتَشَابِہٍ ؕ کُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِہٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَ اٰتُوۡا حَقَّہٗ یَوۡمَ حَصَادِہٖ ۫ۖ وَ لَا تُسۡرِفُوۡا ؕ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾

"আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতূন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"(আন'আম ১৪১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَیِّبٰتِ مَا کَسَبۡتُمۡ وَ مِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَکُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ ۪ وَ لَا تَیَمَّمُوا الۡخَبِیۡثَ مِنۡہُ تُنۡفِقُوۡنَ وَ لَسۡتُمۡ بِاٰخِذِیۡہِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِیۡہِ ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ ﴿۲۶۷﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।"(বাকারা- ২৬২)

শরীয়তের পরিভাষায় ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। উশরী ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তাই উশর। মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমিই হচ্ছে উশরী ভূমি। উশরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ। মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা এক-দশমাংশ এর অর্ধেক অর্থাৎ ২০ ভাগের একভাগ যাকাত দেওয়াকে উশর বলা হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের মালিকানাধীন যে জমিতে বৃষ্টির পানি বা নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে সেসব জমিতে উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।এবং যেসব জমিকে সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয় সেসব জমিতে উৎপাদিত ফসলের 20 ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

অন্যান্য সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত।কিন্তু ফসলের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেই ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল হস্তগত হবে তখনই উশর আদায় করতে হবে। এমনকি বছরে যতবারই ফসল উঠবে ততবারই দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

ফসলের যাকাত সম্পর্কে বিশেষ কিছু মাসয়ালা:

** শস্য, শাক, তরকারি ফল, ফুল প্রভৃতি যা কিছু উৎপন্ন হয় সব কিছুরই একই বিধান। অর্থাৎ ঊশর আদায় করতে হবে।(আলমগিরি :খন্ড এক, পৃষ্ঠা ১২০)
**উশরী জমি অথবা পাহাড় বা অনাবাদি বন হতে যদি মধু সংগ্রহ করে তার মধ্যে উশর ওয়াজিব।(দুররে মুখতার:খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৮)
** যদি কোন ব্যক্তি বাড়িতে কোন বৃক্ষ রোপন করে বা তরকারি জাতীয় কোন গাছ বপন করে এবং তাতে ফল ধরে তাহলে এই জমিতে সদকা ওয়াজিব নয় অর্থাৎ ওশর ওয়াজিব নয়। (রোদ্দুল মুহতার: খন্ড 2, পৃষ্ঠা ৮২)
**১০ ভাগের এক ভাগ বা ২০ ভাগের এক ভাগ কার উপর ধার্য? জমির মালিকের নাকি ফসলের মালিকের? হানাফি মাজহাব মতে ফসলের মালিকের উপর বর্তায়। যদি জমি নগদ টাকার বিনিময়ে বা ফসলের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে কৃষকের ওপরে উশর বর্তায় আর জমি বর্গা দিলে চাষী ও মালিক ফসল যে যেই পরিমান পাবে সেই পরিমানের এক-দশমাংশ দেবে।(দুররে মুখতার:খন্ড ২,পৃসঠা ৮৮)

ব্যাবসায়িক সম্পদের যাকাত:

""ব্যবসার পন্যের সংজ্ঞা""

ব্যবসার উদ্দেশ্য যে দ্রব্যপণ্য ক্রয় করা হয়,তাকে-ই বলা হয় ব্যবসার পণ্য।সুতরাং ব্যবসার উদ্দেশ্য ফ্ল্যাট,জমি,বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করলে তা ব্যবসার পণ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে।কোনে ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে এ জাতীয় কিছু ক্রয় করলে তাতে যাকাত ফরয হবে।অনেকেই কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের উদ্দেশ্য ফ্ল্যাট ইত্যাদি ক্রয় করে থাকেন।শুরুতেই তার নিয়ত থাকে এর মাধ্যমে আমি মুনাফা অর্জন করব।এমনটি উদ্দেশ্য হলে এর যাকাত দিতে হবে। তবে নিজে থাকার উদ্দেশ্যে,ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্য অথবা সুযোগ হলে বিক্রয় করে দেব এমন উদ্দেশ্যে কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই ফ্ল্যাট বা এ জাতীয় কোনোকিছু ক্রয় করা হলে(সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকায়) তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।যাকাত কেবল সেইসব পণ্যে ওয়াজিব হবে ক্রয় করার সময় যা নিরেট ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়ে থাকে। এমনকি নিজে থাকার জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করার পর তাতে ব্যবসার নিয়ত করে নিলেও যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং বিক্রয় করার পরই তা থেকে প্রাপ্ত মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এতে একথাই বোঝা গেল যে,কোনো বস্তু ক্রয় করার সময় ব্যবসার নিয়ত থাকলে কেবলমাত্র সেগুলোই ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের ওপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।[দুররুল মুখতারঃ খন্ড-২,পৃষ্ঠা -

৭,আহসানুল ফাতাওয়াঃখন্ড-৪,পৃষ্ঠা -২৯৫,ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দঃখন্ড-৬,পৃষ্ঠা - ১৪২]

ব্যবসায়িক মালের যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

(ক) ***যাকাত ফরজ এমন দ্রব্য না হওয়া:*** মূলগত দিক থেকে যে দ্রব্যের যাকাত ফরজ এমন বস্তু না হওয়া। কেননা একই দ্রব্যের উভয় দিক থেকে বা দুবার যাকাত আদায় করা সম্ভব নয়। যেমন -স্বর্ণ, রৌপ্য, গবাদিপশু ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ হলে তার মালিকের উপর যাকাত ফরজ। সুতরাং উল্লেখিত সম্পদ ব্যবসায়িক মালের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার যাকাত মূল্যের দিক থেকে আদায় হবে ব্যবসায়িক দ্রব্য হিসাবে নয়।

(খ) ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিসাব পরিমান হওয়া :ব্যবসায়িক পণ্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে আর তা হল ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

(গ) পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা: নিসাব পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য পূর্ণ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকলেই কেবল যাকাত ফরজ। অন্যথা যাকাত ফরজ নয়।

কারখানা বা ফ্যাক্টরির যে যে সম্পদে যাকাত আসবে:

"শিল্পকারখানার সম্পদের বিধান"

শিল্পকারখানার প্রস্তুতকৃত পন্য সামগ্রীর ওপর যাকাত ওয়াজিব। এছাড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে থাকা কিংবা এখনো কাঁচামাল হিসেবে মওজুদ থাকা পন্যেও যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু শিল্পকারখানা, মেশিনারিজ, বিল্ডিং, গাড়ি ইত্যাদির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় টাকা লগ্নি করলে ওই কারবারে তার মালিকানাধীন অংশে বাজার দর অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে। মূলতঃ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যাবতীয় সম্পদ ব্যবসায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। হিসাব শেষে তার অংশ যা দাঁড়ায় বাজার দর অনুযায়ী এসব সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। সারকথা হল,নগদ টাকা যাতে ব্যাংক ব্যালেন্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস-ওঅন্তর্ভুক্ত;এসবে যাকাত ওয়াজিব। আর ব্যবসাসামগ্রী যাতে প্রস্তুতকৃত পন্য, কাঁচামাল এবং

এবং যেসব পন্যসামগ্রী প্রস্তুতের অপেক্ষায় রয়েছে, এজাতীয় যাবতীয় সম্পদ ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া যেসব সম্পদ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে, তাও ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। যাকাত বের করার সময় সামগ্রিকভাবে এগুলো যাকাতের সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে এবং এসবের

যাকাত আদায় করতে হবে। [কিফায়াতুল মুফতীঃ খন্ড-৪,পৃষ্ঠা -২৫১])[আল্লামা তাক্বি উসমানী দা:বা:]
এছাড়াও যে সমস্ত মাল বাকিতে বিক্রি করা হয়েছে এবং তার মূল্য উসূল করার নিশ্চয়তা রয়েছে সেই মূল্যও যাকাতের নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাবসায়িক পন্য থেকে যাকাতের নিসাব:

১) ব্যবসায়ের কাছে যেসব ব্যবসায়িক সম্পদ রয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।
২) ব্যবসায়ীর কাছে টাকা পয়সা যা আছে চাই তা ব্যবসায় ব্যবহার করুক বা না করুক তা ব্যবসায়িক সম্পদের সাথে যোগ করবে।
৩) এর সাথে যোগ করবে আদায়ের নিশ্চয়তাযুক্ত ঋনের অংক।(অর্থাৎ কাউকে ঋন দেওয়া হয়েছে এবং তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে)।
(৪) মোট সম্পদ থেকে ঋনের (যা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায়) অংক বের করে আলাদা করা।
(৫) অবশিষ্ট সম্পদ থেকে ২.৫% হারে যাকাত বের করবে।

জমি এবং বিল্ডিং এর মালিকদের যাকাত:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যতগুলো সম্পদ দান করেছেন তার মধ্যে জমি অতি মূল্যবান একটি সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদের কখন ও কিভাবে যাকাত আদায় করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:
(ক) জমি যদি বসবাস অথবা চাষাবাদ এর কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না বরং উক্ত জমি থেকে যে শস্য উৎপাদিত হবে তা নিসাব পরিমাণ হলে তার উশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।
(খ) উক্ত জমি ভাড়ায় খাটানো হলে অথবা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং তৈরি করা হলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। বরং তা থেকে অর্জিত নিসাব পরিমাণ অর্থ এক বছর অতিক্রম করলে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।
(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করলে (সরাসরি উক্ত জমি বিক্রয় করে লাভ করার উদ্দেশ্য থাকলে) এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে সেই জমির বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বছর হিসাব করা হবে

ওই সময় থেকে, যখন থেকে তার নিকট জমি ক্রয় করার টাকা গচ্ছিত হয়েছে। এ সময় থেকে এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত জমির বর্তমান মূল্যের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত প্রদান করবে। আর এক বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই জমি বিক্রয় করলে বিক্রয় লব্ধ টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত আদায় করবে।

ব্যবসার নিয়তে কোন কিছু ক্রয় করলে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক— যেমন জমি-জমা, ফ্ল্যাট কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি হোক —যেমন মুদী সামগ্রী, কাপড়-চোপড়, অলংকার, নির্মাণ-সামগ্রী, গাড়ি, ফার্নিচার, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, হার্ডওয়ার সামগ্রী, বইপুস্তক ইত্যাদি---- তা বাণিজ্য দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেওয়া ফরজ হবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক 7103 -7104)

ব্যবসার নিয়ত না থাকলে ফ্ল্যাট, বাড়ি বা জায়গা -জমির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। জমির উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে, তা ক্রয়ের সময় ব্যবসার নিয়ত করা। যদি ক্রয়ের পর ব্যবসা নিয়ত করে বা এই নিয়তে যদি ক্রয় করে যে, জদি লাভ হয় তাহলে বিক্রি করে দেবে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আদ দুররুল মুখতার খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯)

অতএব ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় -বিক্রয় বা বাড়ি করলেই কেবল সেই জমির বর্তমান বিক্রয় মূল্য হিসাব করে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে। আর ব্যবসার উদ্দেশ্য না থাকলে সেই জমির কোন যাকাত আদায় করতে হবে না বরং তা থেকে অর্জিত অর্থ নিসাব পরিমান হলে তার শতকরা ২.৫০ টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।(শরহুল মুমতে'৬/ ১৪২ -১৪৩ পৃষ্ঠ)

"কোম্পানির শেয়ারে যাকাতের বিধান "

কোম্পানীর শেয়ারে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পণ্যের বিধান প্রযোজ্য হলেও এর পদ্ধতি দু'টি।একটি পদ্ধতি হল নিরেট মুনাফা(Dividend)অর্জনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল ক্যাপিটাল গেইন করার উদ্দেশ্য শেয়ার ক্রয়করা। ক্যাপিটাল গেইন বলা হয়, এই নিয়তে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা যে, যখনই শেয়ার বাজার চাঙ্গা হবে তখনই তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা হবে।এই দ্বিতীয় পদ্ধতির শেয়ারে বাজার দর অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, আপনি শেয়ার ক্রয় করলেন পঞ্চাশ টাকা হিসাবে।এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য ছিল, এই শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হলেই তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবেন। এরপর আপনি যেদিন যাকাতের হিসাব বের করবেন,সেদিন শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ষাট টাকা। এই অবস্থায় ষাট টাকার হিসাব ধরেই শেয়ারের মূল্যমান বের করতে হবে।আর এর উপরই ভিত্তি করে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। তবে যদি প্রথম

পদ্ধতি অর্থাৎ আপনি কোম্পানি থেকে বার্ষিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন, এতে আপনার শেয়ার বিক্রয় করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না,এমতাবস্তায় আপনাকে কোম্পানীর বর্তমান সমুদয় সম্পদের অবস্থান যেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে, বর্তমানে

কোম্পানীর বিল্ডিং, মেশিনারিজ,কার

ইত্যাদি রয়েছে। এই বিষয়গুলো কোম্পানি থেকে জেনে নেয়া সম্ভব।

ধরা যাক কোনো কোম্পনীর শতকরা ৬০% নগদ ক্যাশ,ব্যবসায়ী আসবাপপত্র,কাঁচামাল এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যের বিপরীতে আছে।আর শতকরা ৪০%বিল্ডং,মেশিনারিজ এবং কার ইত্যাদির আকৃতিতে আছে। এমতাবস্থায় আপনাকে ওই শেয়ারগুলোর বাজার মুল্যানুসারে তার শতকরা ৬০%ভাগের বিপরীতে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা অবশিষ্ট ৪০%টাকা যাকাতযোগ্য নয়।

যেমন শেয়ারে বাজার মূল্য ছিল ৬০ টাকা।আর কোম্পানির সম্পদের শতকরা ৬০%ভাগ ছিল যাকাতযোগ্য

৪০% ভাগ ছিল যাকাত অযোগ্য।এই অবস্তায় এই শেয়ারের পুরো মূল্য অর্থাৎ ৬০টাকার বিপরীতে ৩৬টাকায় যাকাত আদায় করতে হবে।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল, বার্ষিক মুনাফা লাভের নিয়তে ক্রয়কৃত শেয়ারের ওই অংশেই যাকাত আদায় করতে হবে যার বিপরীতে সাধারণত যাকাত আদায় করতে হয়।তবে কোম্পানির সম্পদের এই হিসাব জানা বা বের করা সম্ভব না হলে সতর্কতামূলক পুরো শেয়ারের বাজার দর অনুযায়ী যাকাত আদায় করে দেয়া উত্তম।শেয়ার ছাড়া বন্ড,সার্টিফিকেট ইত্যাদি অর্থনৈতিক ফাংশনে নগদ টাকার যাকাত যে হারে আদায় করতে হয়, এক্ষেত্রেও সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।[নিহায়াঃখন্ড-১পৃষ্ঠা-১৭২,ইমদাদুল ফাতাওয়াঃখন্ড-২ পৃষ্ঠা -২৩](আল্লামা তাক্বি উসমানী দা :বা:)

খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন এর যাকাত বিধান :

**ভূগর্ভ বা সমুদ্রতল থেকে উত্তলিত বিভিন্ন রকম খনিজ দ্রব্যকেই এক কথায় খনিজ দ্রব্য বলা হয়।তরল পেট্রোলিয়াম, কঠিন শিলা,কয়লা বা লবণ বায়বীয় গ্যাস, ধাতব পদার্থ,লৌহ বা অধাতব গন্ধক সবই খনিজ দ্রব্য বলে বিবেচিত হয়।

**যাকাতের ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্যের নিসাব সোনা বা রুপার মতোই ধরা হবে। তা সেটা খনি থেকে একবারে তোলা হোক বা খন্ড খন্ড আকারে তোলা হোক। যদি ধর্মঘট এর কারনে কাজ বন্ধ থাকে তাহলে পরবর্তীতে উত্তলিত খনিজ দ্রব্যের সাথে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ করা হবে।

** খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে এক বছর গচ্ছিত থাকা জরুরি না।

**খনিজ সম্পদের উপর যাকাত আসে ২.৫% হারে।

****(গুপ্তধন এর যাকাত বিধান)**

গুপ্তধনে যদি কুফরির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে সেটার পঞ্চমাংশকে হুকুমতের খাযানায় জমা দিতে হবে। ইসলামী হুকুমত না থাকলে, গরীব মিসকিনদেরকে সদকাহ রে দিতে হবে এবং বাদবাকী ঐ ব্যক্তি মালিক হবে, যে সেটা পাবে।আর যেই গুপ্তধনে ইষলামের কোনো চিহ্ন থাকবে , সেটা কুড়ানো মালের হুকুমে চলে যাবে।

অর্থাৎ গুপ্তধন এর নিসাব হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ (পাচ ভাগের এক ভাগ)।

যাকাতুল ফিতর:

ফিতরা আরবি শব্দ।যা ইসলামে যাকাতুল ফিতর নামে অভিহিত। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গরিব দুঃস্থদের মাঝে রোজাদারদের বিতরণ করা দান কে বলা হয় ফিতরা বা সদাক্বতুল ফিতর।এই দানকে যাকাতুল ফিতর ও বলা হয়ে থাকে। সারাদিন রোজা থাকার পর সন্ধ্যায় ইফতার এর মাধ্যমে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়। সেজন্য রমজান মাস শেষে এই দানকে যাকাতুল ফিতর বা সকালের আহারের যাকাত বলা হয়। নারী-পুরুষ, স্বাধীন -পরাধীন, শিশু -বৃদ্ধ, ছোট-বড়, সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ফিতরা বা ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলার সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য আনন্দ ও খুশির দিন হিসাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামক দুটি দিনের নির্ধারণ করেছেন। ঈদুল ফিতরের খুশির দিনে ধনীদের সাথে গরিবরা ও যেন সমানভাবে আনন্দ ও খুশিতে শরিক হতে পারে সেজন্য মুসলমানদের উপর যাকাতুল ফিতর ফরজ করা হয়েছে।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَکّٰی ﴾۱۴

“নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।”(আ'লা ৮৭/১৪)

হাদিসে এসেছে,

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»

“অর্থ: রাসূল (সা.) ফিতর যাকাত ফরজ করেছেন যেন রোজাদারের জন্য তা হয় পাপমুক্তির উপায় এবং গরিবদের আহার।”(আবু দাঊদ)

অন্য হাদিসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

— সহিহ বুখারী, হাদীস: 1503; সহিহ মুসলিম, হাদীস: 984
ইবনু উমর (রাঃ) বলেন:
"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর বা যবের এক সা' পরিমাণ ফিতর যাকাত ফরজ করেছেন দাস ও মুক্ত, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকল মুসলিমের উপর এবং আদেশ করেছেন যেন লোকেরা ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে তা আদায় করে।"

কোন কোন জিনিস দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে:

চারটি জিনিষ দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় করা যায়, (১)গম(২)যব(৩)খেজুর(৪)কিসমিস। (পরিমাণঃ) গম হলে আধা সা'(=১.৬৫০গ্রাম) যব বা খেজুর হলে এক সা'(=৩.৩০০গ্রাম) গম বা যবের সাতু হলে পূর্ণ গম বা যবের পরিমাপের মতই। তবে রুটি হলে এক্ষেত্রে পরিমাপ গ্রহণযোগ্য হবে না বরং মূল্য হিসেবেই দিতে হবে।এটাই বিশুদ্ধ মত। কিসমিস সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রাহ থেকে এক বর্ণনা মতে আধা সা',কেননা তাকে সমূলে একবারেই মুখে দিয়ে আহার করা হয়।এবং ভিন্ন এক বর্ণনায় এক সা'র উল্লেখ পাওয়া যায় যা সাহেবাইনের মত। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৯২)(ইফতা বিভাগ, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা)

ফিতরা মাল দ্বারা না মূল্য দ্বারা আদায় করা উত্তম :

কেউ বলেন মূল জিনিষ দ্বারা আদায় করা জায়েয।তবে উত্তম হল তাতে মূল্য দিয়ে দেওয়া। গমের সাতু গম থেকে উত্তম। দিরহাম সাতু অপেক্ষা উত্তম, কেননা দিরহাম দ্বারা সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করা যায়।উপরোল্লিখিত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হলে এক্ষেত্রে মূল্যকে মানদন্ড হিসেবে ধরে নিতে হবে। বর্ণিত রয়েছে, হাদীসে উল্লেখিত দ্রব্যাদি আদায় করার চেয়ে সেইসব দ্রব্যাদির মূল্য আদায় করাই উত্তম।এবং এটার উপরই ফাতাওয়া।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৯২)
[ইফতা বিভাগ(IOM)]

মুল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা সুন্নাহসম্মত হওয়ার দলীল:

ফিতরা কি দিয়ে আদায় করতে হবে?মাল দ্বারা না মূল্য দ্বারা?
.কেউ বলেন মূল জিনিষ দ্বারা আদায় করা জায়েয। তবে উত্তম হল তাতে মূল্য দিয়ে দেওয়া। গমের ছাতু গম থেকে উত্তম।
**'ফিতরা' টাকা দ্বারা আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। তার দলীল-

10371 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ :»أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ«

"হযরত যুহাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে এই অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা রমজানে সাদাকায়ে ফিতর খাবারের বিনিময়ে টাকা দ্বারা আদায় করতেন।" ইবনে আবি শায়বা-২/৩৯৮, হাদীস-১০৩৭১। এটির সনদ সম্পূর্ণ সহীহ তথা প্রমাণযোগ্য

10370 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :»لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ«

অর্থ : হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, টাকা দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার দ্বারা কোন সমস্যা নেই। ইবনে আবি শায়বা-২/৩৯৮, হাদীস-১০৩৭০।

এছাড়াও বিখ্যাত ইমাম, ইমাম ইবনে আবী শায়বা তার রচিত কিতাব ইবনে আবি শায়বা-২/৩৯৮ এর মাঝে এই ভাবে অনুচ্ছেদ স্থাপন করেন যে- فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ অর্থাৎ সাদাকায়ে ফিতর টাকা দ্বারা আদায় করার (বৈধতা) সম্পর্কে।

আর ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার রচিত কিতাব সুনানুল কুবরা-৪/১৮৯ এর মাঝে এই ভাবে অনুচ্ছেদ স্থাপন করেন যে–بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ. অথাৎ এই অনুচ্ছেদ হলো টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করা অনুমোদিত।
তাছাড়াও রাসূল (সা.) এর যুগেও زَكَاةَ الفِطْرِ ও زكوة ইত্যাদি টাকা দ্বারা আদায় করা হতো। তার কিছু প্রমাণ নিম্মে পেশ করা হলো-

صحيح البخاري)2/ 116(

وَقَالَ طَاوُسٌ :قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ :»ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ – أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

" بِالْمَدِينَةِ« وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ« فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا " فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ

সহীহ বুখারী-২/১১৬।

উল্লেখ্য যে, সাদাকায়ে ফিতর টাকা দ্বারা আদায় করা যাবে এটি ইমাম বুখারী (রহ.) এরও উক্তি-

فتح الباري لابن حجر)3/312

قَوْلُهُ بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

أَيْ جَوَازُ أَخْذِ الْعَرْضِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ قَالَ بن رَشِيدٍ وَافَقَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ الخ......

আল্লামা ইবনু রাশীদ (রহ.) বলেন, উক্ত মাসয়ালাটির মাঝে ইমাম বুখারী (রহ.) হানাফীদের সহমত পোষন করেছেন....। ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজার-৩/৩১২

{ ইফতা বিভাগ(IOM)}

ফিতরা কখন আদায় করতে হবে

** ঈদের দিন সকাল ফিতরা ওয়াজিব হয়। ঈদের দিনের পূর্বে ফিতরা দিয়ে দিলে তা আদায় হবে । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৯২

** ঈদের সালাতের পূর্বে ফিতরা দেয়া মুস্তাহাব।তবে পরে দিলেও আদায় হবে।(ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যা-০৯/৬৩৯)

ফিতরা কার উপর ওয়াজিব :

নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার ব্যতীত প্রত্যেক নেসাব (৭.৫ ভড়ি স্বর্ণ/৫২.৫ ভড়ি রূপা বা রূপার সমমূল্য) পরিমাণ মালের মালিক স্বাধীন মুসলমানের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে বাড়ন্ত মাল হওয়া জরুরী নয়।শুধু তাই নয়, বরং এ পরিমাণ মালের মালিকের উপর কোরবানী ও নিকটাত্মীয়দের ব্যয়ভার গ্রহণ ওয়াজিব।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৯২)

নাবালক সন্তানের মাল থাকলে, নাবালক সন্তানের উপর সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে। তার অভিভাবক তার মাল থেকে সদকায়ে ফিতির আদায় করবে। হ্যা, অভিভাবক নিজ মাল থেকেও আদায় করতে পারবে। তবে যদি নাবালক সন্তানের মাল না থাকে, তাহলে তার পিতার উপর সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে, যদি পিতা নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকে, নতুবা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মা নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে, মায়ের উপর ওয়াজিব হবে না।হ্যা, তিনি চাইলে নিজ পক্ষ্য থেকে আদায় করতে পারবেন।(ইফতা বিভাগ, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা)

কাকে সদকায়ে ফিতির দেয়া যাবে?

সদকায়ে ফিতির আর যাকাতের ব্যয় খাত প্রায় সমান। তাকেই সদকায়ে ফিতির দেয়া যাবে যাকে যাকাত দেয়া যায়। অর্থাৎ এমন মুসলমান যে সায়্যিদ এবং হাশেমী বংশধর নয়। এবং যার নেসাব পরিমাণ ক্রমবর্ধমান/অক্রমবর্ধমান মাল নেই।

১. যদি কেউ ঈদের আগে ফিতরা আদায় করে তাহলে তা যায় এমনকি উত্তম ও বটে
২. একজনের ফিতরা একজনকে অথবা কয়েকজনকে অথবা কয়েকজনের ফিতরা একজনকে দেওয়াও জায়েজ।
(ইমদাদুল-২-মাহমুদিয়া-৩)
৩. কেউ যদি কোন কারনে রোজা নাও রাখে তাহলেও ফিতরা আদায় করতে হবে(আলমগীরি-১)
৪. ঈদের নামাজের আগে আদায় না করলে ফিতরা মাফ হবে না। পরে আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে ঈদের ২-৩ দিন আগে আদায় করা উত্তম। যাতে গরীব ফিতরার টাকা দিয়ে কেনাকাটা করে ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারে।
৫. নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কারো পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না
৬. স্ত্রীলোক যদি সচ্ছল হয় তাহলে শুধুমাত্র তার ফিতরা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। পিতা-মাতা, স্বামী, সন্তান এর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। এমনকি সে যদি সচ্ছল না হয় তাহলে অন্য কারোর ওপর তার পক্ষ থেকে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নয়।
৭. আদায় করার পর যদি ঈদের দিন মূল্যমান বেড়ে যায় তাহলে ওই অতিরিক্ত মূল্যও আদায় করতে হবে।(ফাতাওয়া মাহমুদিয়া : ১৪/৩৯২)
৮. ফিতরা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারী ফিতরা আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে।

৯. প্রবাসীদের ক্ষেত্রে সে যেই দেশে থাকে সেই দেশের হিসাব অনুযায়ী ফিতরা আদায় করবে। তবে তার নিজস্ব দেশের হিসেবে আদায় করাও বৈধ। তবে তাদের উচিত যে দেশের হিসাবে দিলে গরিবরা বেশি উপকৃত হবে সেই দেশের হিসাবে দেওয়।

১০. বিবাহিত ছোট মেয়ে যদি সম্পদশালী হয় তাহলে সে তার নিজের ফিতরা আদায় করবে। আর যদি সম্পদশালী না হয় তাহলে উঠিয়ে না নিলে বাবার উপর ওয়াজিব হবে। আর উঠিয়ে নিলে কারো উপরে ওয়াজিব হবে না।